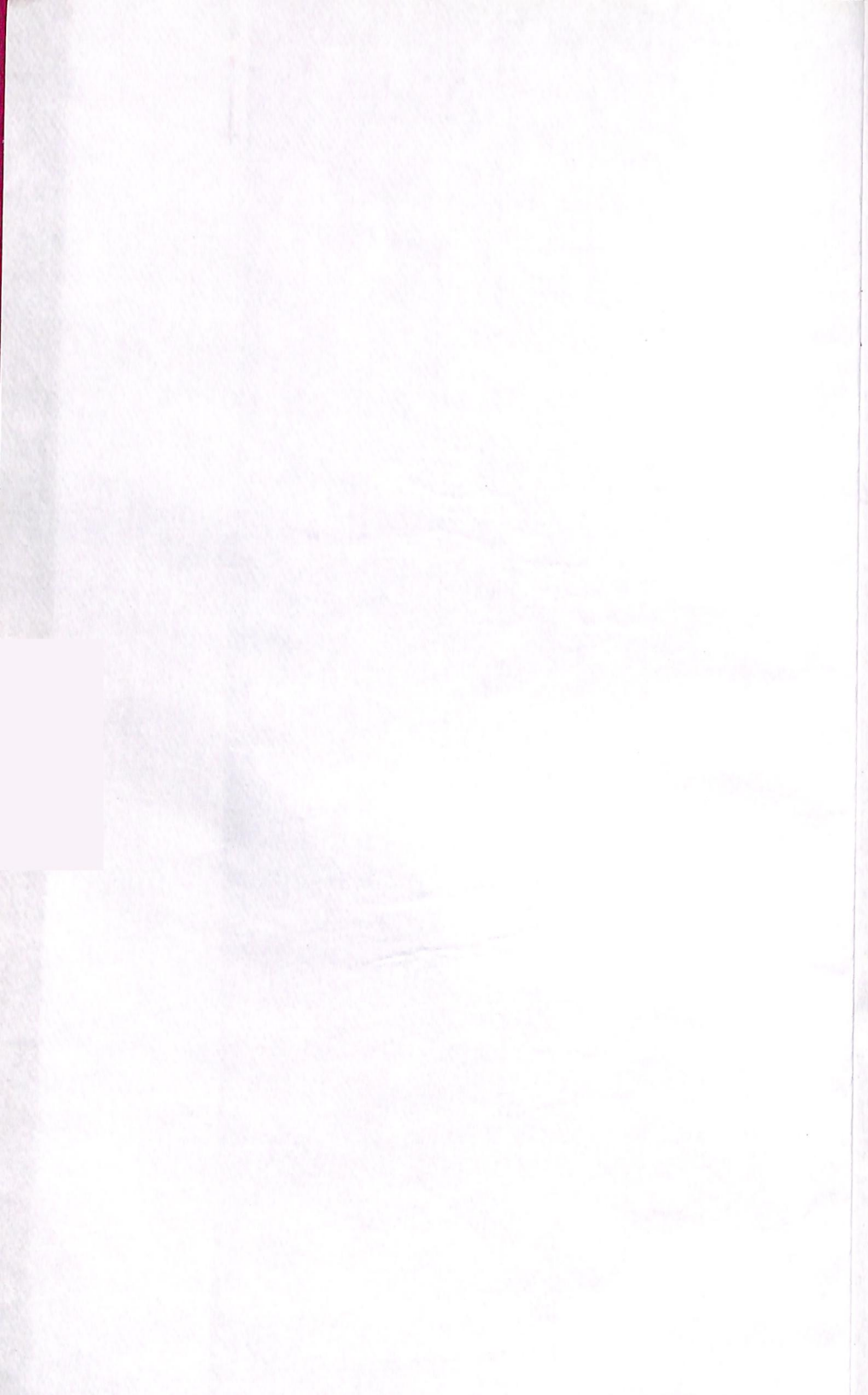




जीवन्मृत्युदाम

विलक्षण (१५२)



ব ন ল তা সে ন

ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ

ব ন ল তা সেন

জীবনানন্দ দাশ

নিউ স্ক্রিপ্ট

কোলকাতা-২৯ । কোলকাতা-৭

ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ

ব ন ল তা সেন

জীবনানন্দ দাশ

নিউ স্ক্রিপ্ট

কোলকাতা-২৯ । কোলকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৪৯ (ডিসেম্বর ১৯৪২)

প্রথম নিউ স্ক্রিপ্ট সংস্করণ : পৌষ ১৪১১ (জানুয়ারী ২০০৫)

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৪১৩ (জানুয়ারী ২০০৭)

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৪১৭ (সেপ্টেম্বর ২০১০)

পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪১৮ (জুন, ২০১২)

পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৯ (জানুয়ারী ২০১৩)

পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২১ (মে ২০১৪)

পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪২২ (আগস্ট ২০১৫)

অষ্টম মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৪২৪ (নভেম্বর ২০১৭)

প্রকাশক : অমিতানন্দ দাশ, ৯৮৩৬২-৫০৮২৯

নিউ স্ক্রিপ্ট:

(১) এ(পি)১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলকাতা-৭০০০০৭

(২) ১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ,

কলকাতা-৭০০০২৯

new.script.in@gmail.com

প্রচ্ছদ : অমিত রায়

অঙ্কর বিন্যাস :

হিন্দুকো

১১বি, নবীন কুণ্ডু লেন,

কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :

নিউ মহামায়া অফসেট

১, খাসমহল স্ট্রীট,

কলকাতা-৭০০০০৬

স্বত্বাধিকারী : অমিতানন্দ দাশ

মূল্য : ৬০ টাকা (ষাট টাকা)

সূচীপত্র

বনলতা সেন	৯
কুড়ি বছর পরে	১০
হাওয়ার রাত	১২
আমি যদি হতাম	১৪
ঘাস	১৫
হায় চিল	১৬
বুনো হাঁস	১৭
শঙ্খমালা	১৮
নয় নির্জন হাত	১৯
শিকার	২১
হরিণেরা	২৩
বেড়াল	২৪
সুদর্শনা	২৫
অন্ধকার	২৬
কমলালেবু	২৮
শ্যামলী	২৯
দুর্জন	৩০
অবশেষে	৩২
স্বপ্নের ধ্বনিরা	৩৩
আমাকে তুমি	৩৪
তুমি	৩৬
ধান কাটা হয়ে গেছে	৩৭
শিরীষের ডালপালা	৩৮
হাজার বছর শুধু খেলা করে	৩৯
সুরঞ্জনা	৪০
মিতভাষণ	৪১
সবিতা	৪২
সুচেতনা	৪৪
অম্মাণ প্রান্তরে	৪৬
পথহাঁটা	৪৮

সূচীপত্র

(সংযোজন)

হাজার বছর তুমি	৫১	তোমার আমার	৭৭
ভালোবেসেছিলাম	৫২	জল	৭৮
হে প্রেম	৫৩	এসো	৭৯
তুমি আমি	৫৪	সুদীর্ঘকাল তারার আলো	৮০
আলো নদীর স্বরণে	৫৫	আলোর মতন জ্বলে	৮১
মকরসংক্রান্তি প্রাণে	৫৬	জ্বলন্ত তারার মতো	৮২
অন্ধকারে	৫৭	নক্ষত্রমঙ্গল	৮৩
অমৃতযোগ	৫৯	তোমাকে ভালবেসে	৮৪
হৃদয় তুমি	৬০	শিকার (সংলাপ কবিতা)	৮৫
নদী নক্ষত্র মানুষ	৬১	এ হৃদয় শুধু এক সুর	১০২
সে	৬৩	বাহিরের ডাক ছেড়ে	১০৩
তোমাকে	৬৪	শুধু এক সত্য আছে পৃথিবীতে	১০৪
কার্তিকের ভোরে : ১৩৪০	৬৫	সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো পৃথিবীর	১০৫
তোমাকে আমি দেখেছিলাম	৬৬	যতদিন আলো আছে	১০৬
পরস্পর	৬৭	নক্ষত্র, হারিয়ে ফেলে	১০৭
শান্তি ভালো	৬৮	তুমিও মৃত্যুর মতো	১০৮
কবি	৬৯	আকাশের বুক থেকে নক্ষত্রেরে	১০৯
তোমায় আমি	৭২	দূর পথে জন্ম নিয়ে	১১০
চিঠি এল	৭৩	আবার দেখেছি স্বপ্ন কাল রাতে	১১১
শবের পাশে	৭৫	অনেক অপেক্ষা করে বসে আছো	১১২

আমাদের প্রকাশনার অন্যান্য কিছু বই

লেখক : জীবনানন্দ দাশ

- ১। রূপসী বাংলা
- ২। বনলতা সেন
- ৩। ধূসর পাণ্ডুলিপি
- ৪। আলোপৃথিবী
- ৫। মহাপৃথিবী
- ৬। ঝরা পালক
- ৭। সাতটি তারার তিমির
- ৮। শ্রেষ্ঠ কবিতা
- ৯। কবিতা সমগ্র (১ম খণ্ড)
- ১০। কবিতা সমগ্র (২য় খণ্ড) : ২০০৪ সালের পরে প্রকাশিত পাঠকদের
অপরিচিত ৮০০-র বেশি কবিতা।

লেখক : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

- ১। পৌরাণিক কাহিনী

লেখিকা : নলিনী দাশ

- ১। সত্যজিতের ছেলেবেলা : সাত রাজার ধন এক মাণিক
- ২। গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র (প্রথম খণ্ড)
- ৩। গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)

লেখক : অমিতানন্দ দাশ

- ১। নিব্বুমগড়ের ভয়ঙ্কর

লেখক : ডঃ সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়

- ১। সাফল্য হাতের মুঠোয়

সম্পাদক : সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদার এবং নলিনী দাশ

- ১। অশরীরীর আসর ('সন্দেশে' প্রকাশিত সেরা ভূতের গল্পের সংকলন)
- ২। সরস রহস্য ('সন্দেশে' প্রকাশিত সেরা রহস্য গল্পের সংকলন)

পরিবর্ধিত ১৪১৩ সংস্কারণের ভূমিকা

জীবনানন্দের লেখা বাংলা কবিতার সংখ্যা প্রায় আটশো। কিন্তু অধিকাংশ পাঠকের কয়েকটি জনপ্রিয় কবিতার বইয়ের শ'দুয়েক কবিতার বাইরে জীবনানন্দের অন্যান্য কবিতার সঙ্গে পরিচিতি নেই। আবার প্রায় চারশো কবিতা আদৌ কোনও কম দানের সংকলনে স্থান পায়নি, অথচ এর বেশ কিছু কবিতাই সাধারণ পাঠকদের কাছে সহজে পৌঁছবার প্রয়োজন আছে।

“বনলতা সেন” জীবনানন্দের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংকলন। এই পরিবর্ধিত সংস্করণে ওই অপেক্ষাকৃত অপরিচিত চারশো কবিতার মধ্যে থেকে যেগুলি সংকলনের মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় তার ৪০টিকে সংযোজন করা হলো। জীবনানন্দ দাশ নিজেই কবিতা লেখার পর বহু বছর বাদে সেগুলিকে ঘষামাজা করতেন। বর্তমান সংযোজনের অল্প কয়েকটি কবিতা তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাকিগুলি কবির নিজের হাতে মার্জিত হবার সুযোগ পায়নি।

সংযোজিত কবিতাগুলি প্রকাশকের ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী বাছাই করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সাহিত্যের গুণমানের নিক্তিতে মাপজোক করলে এই বাছাই যথার্থ হয়নি।

অমিতানন্দ দাশ
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কোলকাতা-৭০০ ০২৯
amit.mensa@gmail.com

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিশ্বিসার-অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কুড়ি বছর পরে

আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি।

আবার বছর কুড়ি পরে—

হয়তো ধানের ছড়ার পাশে

কার্তিকের মাসে—

তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে—তখন হলুদ নদী

নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে।

অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর;

ব্যস্ততা নাইকো আর,

হাঁসের নীড়ের থেকে খড়

পাখির নীড়ের থেকে খড়

ছড়াতেছে; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল!

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—

তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার!

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে

সরু সরু কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,

শিরীষের অথবা জামের,

ঝাউয়ের—আমের;

কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে!

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—

তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার!

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে—

বাবলার গলির অন্ধকারে

অশথের জানালার ফাঁকে

কোথায় লুকায় আপনাকে!

চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে—

সোনালি সোনালি ছিল—শিশির শিকার ক'রে নিয়ে গেছে তারে—

কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে!

হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে।
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বখের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
বলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুক হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে ক'রে এনেছে;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্ষা হাতে ক'রে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?

আড়ষ্ট—অভিভূত হয়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল!
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে শাঁই শাঁই করে,
সিংহের হুক্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো!

হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেন্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্রাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আশ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারে চঞ্চল বিরাট সজীব
রোমশ উচ্ছ্বাসে
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বলুনের মতো গেল উড়ে
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

আমি যদি হতাম

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে;

তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়েরা শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রূপালী শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—

তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।
হয়তো গুলির শব্দ :
আমাদের তির্যক গতিশ্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান!

হয়তো গুলির শব্দ আবার :
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শাস্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না;

থাকত না আজকের জীবনের টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;
আমি যদি বনহংস হতাম;
বনহংসী হতে যদি তুমি;
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সুবজ ঘাস—তেমনি সুস্বাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারো ইচ্ছে করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাস গেলাস পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে

বেদনা জগাতে ভালোবাসে!

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

বুনো হাঁস

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে

বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার;
এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার—

রাত্রির কিনারা দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
ইঞ্জিনের মতো শব্দে; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।

তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু একটা কল্লনার হাঁস;

মনে পড়ে কবেকার পাড়ার্গার অরুণিমা সান্যালের মুখ;
উডুক উডুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উডুক

কল্লনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উডুক উডুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমারে চাই :
বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকির দেহ হ'তে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে—
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অস্রাণের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা;
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতো শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হয়।

চোখে তার
যেন শত-শতাব্দীর নীল অন্ধকার!
স্তন তার
করণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার!
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

নগ্ন নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে :
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠেছে।

মনে হয় কোন বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন এক প্রাসাদ ছিল :
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক;

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কমলা রঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে;
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

পর্দায়, গালিচায় বজ্রাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

শিকার

ভোর;

আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
একটি তারা এখন আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁয়ের বাসরঘরে সব চেয়ে গোখুলি-মদির মেয়েটির মতো;
কিংবা মিশরের মানসী তার বুকের থেকে যে মুক্তা
আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনো।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা
সারারাত মাঠে আগুন জ্বলেছে—
মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন;
শুকনো অশ্বখপাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের;

সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর;
হ'য়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

ভোর;

সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে
অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;

কচি বাতাবি লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—

ঘুমহীন ক্লাস্ত বিহ্বল শরীরটাকে শ্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য
অন্ধকারের হিম কুঞ্জিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো

একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য;

এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্ষার মতো জেগে উঠে

সাহসের সাথে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।

নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।

আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হ'য়ে এল।

নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরনো শিশিরভেজা গল্প
সিগারেটের ধোঁয়া;

টেরিকটা কয়েকটা মানুষের মাথা;

এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

হরিণেরা

স্বপ্নের ভিতরে বৃষ্টি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা; রূপালি চাঁদের হাত শিশিরের পাতায়;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা—মুক্তা ঝরে যায়

পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে—

বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

বেড়াল

সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় :
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমস্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাঁকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

সুদর্শনা

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঙ্কিত পণ্যে লীন হ'তে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিম্বরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

সব চেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো
তবুও সময় স্থির নয়;
আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে
দেখেছে সে তোমার বলয়।

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর; তুমি দান করোনি তো;
সময় তোমাকে সব দান ক'রে মৃতদান বলে
সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—

কোনোদিন আর জাগব না জেনে

কোনো দিন জাগব না আমি—কোনোদিন জাগব না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,

তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,

হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে

রয়েছে যে অগাধ ঘুম

সে আনন্দ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,

তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—

জানো না কি চাঁদ,

নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,

জানো না কি নিশীথ,

আমি অনেক দিন—

অনেক অনেক দিন

অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে

হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে

বুঝতে পেরেছি আবার;

ভয় পেয়েছি,

পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;

দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে

মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য

আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;

আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি গুরোরের
আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।

হায়, উৎসব!

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।

হে নর, হে নারী,

তোমাদের পৃথিবীকে চিনি নি কোনোদিন;

আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।

যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,

সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রহি,

শত শত শূকরের চীৎকার সেখানে,

শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;

এই সব ভয়াবহ আরতি!

গভীর অন্ধকারে ঘুমের আস্থাদে আমার আত্মা লালিত;

আমাকে কেন জাগাতে চাও?

হে সময়গ্রহি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,

হে হিম হাওয়া,

আমাকে জাগাতে চাও কেন!

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠব না আর;

তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে

অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে ধীরে—পউষের রাতে—
কোনোদিন জাগব না জেনে—

কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন আর।

কমলালেবু

একবার যখন দেহ থেকে বার হ'য়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

শ্যামলী

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন;
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে ব'লে;
মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূর-শয্যার কথা ভুলে
সকালের রূঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে।

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যাথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল;
মানুষকে স্থির—স্থিরতর হ'তে দেবে না সময়;
সে কিছু চেয়েছে ব'লে এত রক্ত নদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ—শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে;
কাল কিছু হয়েছিল,—হবে কি শাস্তকাল পরে।

দুজন

‘আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো,—এক নক্ষত্রের নিচে তবু—একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হ’য়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়,
হয় নাকি?’—ব’লে সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে;
আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে
প্রাণ তার ঝরে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এল—মনে হয়—যেন কিছু চেয়ে—কিছু একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জাম বট অশ্বথের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে নড়ে-চড়ে ঘাসের উপর ঝরে পড়ে;
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল।

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হ’লে ক্রমে-ক্রমে সেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে :
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন, চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে,—চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে,—শালিকের নেই আর দেবি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক’রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নারী তার সঙ্গীকে : ‘পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হ’য়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি,—তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল;—একদিন হৃদয়ে অগাধ ঢের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝরে গেছে; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না।

হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরতো না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—’

এই ব’লে স্রিয়মান, আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়িয়ে রহিল হাঁটুভর।

হলুদ রঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিধে আছে, এলোমেলো অস্বাণের ঝড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির;—

প্রেমিকের মনে হোল : ‘এই নারী—অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে;
যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর—জনিত বাসনা নিজে—বাসনার মতো ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈঙ্গিতেরে তার।’

অবশেষে

এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ।
সবুজ পাতার পরে যখন নেমেছে এসে দুপুরের সূর্যের আঁচ
নদীতে স্মরণ করে একবার পৃথিবীর সকাল বেলাকে।
আবার বিকেল হ'লে অতিকায় হরিণের মতো শান্ত থাকে
এই সব গাছগুলো;—যেন কোনো দূর থেকে অস্পষ্ট বাতাস
বাঘের ঘ্রাণের মতো হৃদয়ে জাগিয়ে যায় ত্রাস;
চেয়ে দেখ—ইহাদের পরস্পর নিলীম বিন্যাস
নড়ে ওঠে ব্রহ্মতায়;—আধো নীল আকাশের বুকে
হরিণের মতো দ্রুত ঠ্যাঙের তুরুরূপে
অস্তিত্বিত হ'য়ে যেতে পারে তারা বটে;
একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে;
তবুও বাঘিনী হ'য়ে বাতাসকে আলিঙ্গন করে—
সাগরের বালি আর রাত্রির নক্ষত্রের তরে।

স্বপ্নের ধ্বনিরা

স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায় : স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো;
নিস্তরু শীতের রাতে দীপ জ্বলে
অথবা নিভায়ে দীপ বিছানায় শুয়ে
স্থবিরের চোখে যেন জন্মে ওঠে অন্য কোন বিকেলের আলো।

সেই আলো চিরদিন হ'য়ে থাকে স্থির;
সব ছেড়ে একদিন আমিও স্থবির
হ'য়ে যাব; সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে রব বিছানায় শুয়ে;
অন্ধকারে ঠেস দিয়ে জেগে রব
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মতো।

স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।

আমাকে তুমি

আমাকে

তুমি দেখিয়েছিলে একদিন :

মস্ত বড় ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড় মাথা—মাইলের পর মাইল;

দুপুরবেলার জনবিরল গভীর বাতাস

দূর শূন্যে চিলের পাটকিলে ডানার ভিতর অস্পষ্ট হ'য়ে হারিয়ে যায়;

জোয়ারের মতো ফিরে আসে আবার;

জানালায় জানালায় অনেকক্ষণ ধ'রে কথা বলে :

পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।

তারপর

দূরে

অনেক দূরে

খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—

গান গায়—গান গায়

এই দুপুরের বাতাস।

এক একটা দুপুরে এক একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হ'য়ে যায় কেন

বিকেলের নরম মুহূর্তে;

নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়া;

একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া

আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তির মতো

নদীর জলে

সমস্ত বিকেলবেলা ধ'রে

স্থির।

মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে শ্মশানের চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ,
আঙুনের—ঘিয়ের ঘ্রাণ;

বিকেলে

অসম্ভব বিষণ্ণতা।

ঝাউ হরিতকী শাল, নিভস্ত সূর্যে

পিয়াসাল পিয়াল আমলকী দেবদারু—

বাতাসের বুকো স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা;

শাদা শাদা ছিটকালো পায়রার ওড়াউড়ি জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়,
রাত্রি;

নক্ষত্র ও নক্ষত্রের

অতীত নিস্তব্ধতা।

মরণের পরপারে বড় অন্ধকার

এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।

তুমি

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারিদিকে উজ্জ্বল আকাশ;
বাতাসে নীলাভ হ'য়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস;
কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গাফড়িং সে-ও ঘুমে;
আম নিম্ন হিজলের ব্যাপ্তিতে প'ড়ে আছ তুমি।

‘মাটির অনেক নিচে চ'লে গেছ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ? কোন কথা ভাবছ অঁধারে?
ঐ যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে :
মনে হয় তুমি যেন ঐ পাখি--তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে

আমার এমন কাছে—আশ্বিনের এত বড় অকূল আকাশে
আর কাকে পাব এই সহজ গভীর অনায়াসে—’
বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারি পাখি গেল উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

ধান কাটা হয়ে গেছে

ধান কাটা হ'য়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
এই সব উৎরায়ে ঐখানে মাঠের ভিতর।
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়।

ঐখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হ'তো কত কত দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ;
শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

শিরীষের ডালপালা

শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে,
পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে এখন;
বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে
করুণ হয়েছে বাউবন।

নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে
ভেসে নারকোলবনে কেড়ে নেয় কোরালীর প্রাণ;
বিকেল বলেছে এই নদীটিকে : 'শান্ত হতে হবে—'
অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ

হয়ে আছে। তার মুখ মনে পড়ে এ-রকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চ'লে এসে; চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হ'য়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :

চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান;

বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু ছায়া ইতস্তত

বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার,—দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃত, স্নান।

শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন;

‘মনে আছে?’ সুখাল সে—শুধালাম আমি শুধু ‘বনলতা সেন?’

সুরঞ্জনা

সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছ;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন;
কালো চোখ মেলে ঐ নীলিমা দেখেছ;
গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় নিয়মের রুঢ় আয়োজন
শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোলুমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে? কী পেয়েছে?—গিয়েছে হারায়ে।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের;
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো;
তবুও সমুদ্র নীল; বিনুকের গায়ে আলপনা;
একটি পাখির গান কী রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড় সাগরের পথে অস্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঞ্জয় নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লাস্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহুল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে, —
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

মিতভাষণ

তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।
ভূমধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে;
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হ'লে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি :
যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী-সৌরভে।

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লাস্তি আসে;
বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঙ্কল্প স্বপ্নের
উদ্যমের আমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদী মানে স্নিগ্ধ শুষ্কতার জল, সূর্য মানে আলো
এখনও নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

সবিতা

সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে :
ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী
রেশম, মদের সার্থবহ,
দুধের মতন শাদা নারী।

অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শাস্ত্র রাত্রি দিকে তবে
সহসা বিকেলবেলা শেষ হ'য়ে গেলে
চ'লে যেত কেমন নীরবে।
চারিদিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির ক'রে দিতে গিয়ে ইওরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খৃষ্টান।

তবুও অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা—
সিন্ধুর রাত্রির জল জানে—
আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে;
কেমন অনন্যোপায় হওয়ার আহ্বানে
আমরা আকূল হ'য়ে উঠে
মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে
জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায়
যেতাম তো সাগরের স্নিগ্ধ কলরবে।

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে;
কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন!
তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন;
তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কত পৌত্তলিক খৃষ্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন;
কত আছে—তবু কত দূর।

সুচেতনা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয়;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিশ্বয়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ
মূক করে রাখে; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মণীষীর কাজ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;—
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অস্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না হ'লেই ভালো হত অনুভব ক'রে;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে;
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাস্ত্রত রাত্রির বৃকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

অঘ্রাণ প্রান্তরে

‘জানি আমি তোমার দু-চোখ আজ আমাকে খোঁজে না

আর পৃথিবীর পরে—’

বলে চুপে থামলাম, কেবলি অশ্বখপাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়োনো ছেঁড়া,—অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে;

হেমন্ত এসেছে তবু; বললে সে, ‘ঘাসের ওপরে সব বিছানো পাতার
মুখে এই নিস্তরুতা কেমন যে—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার

ছড়িয়ে পড়েছে জলে’,—কিছুক্ষণ অঘ্রাণের অস্পষ্ট জগতে

হাঁটলাম, চিল উড়ে চলে গেছে—কুয়াশার প্রান্তরের পথে

দু-একটা সজারুর আসা যাওয়া; উচ্ছল কলার ঝাড়ে উড়ে

চুপে সন্ধ্যার বাতাসে

লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার গলিতে নেমে আসে;

আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজো যেন

লেগে আছে বহুতা পাখায়

ঐ সব পাখিদের; ঐ সব দূর দূর ধানক্ষেতে ছাতকুড়োমাথা

ক্লান্ত জামের শাখায়;

নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা

ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তরের বুকো আজ...হেঁটে চলি...আজ কোনো কথা

নেই আর আমাদের; মাঠের কিনারে ঢের ঝরা ঝাউফল

পড়ে আছে; শান্ত চোখে তার বিকেলের মতন অতল

কিছু আছে; খড়কুটো উড়ে এসে লেগে আছে শাড়ির ভিতরে,

সজনে পাতার গুঁড়ি চুলে বেধে গিয়ে নড়ে চড়ে;

পতঙ্গ পালক জল—চারিদিকে সূর্যের উজ্জ্বলতা নাশ;

আলেক্সার মতো ঐ ধানগুলো নড়ে শূন্যে কি রকম অবাধ আকাশ
হ'য়ে যায়; সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধ'রে আছে বলে সে-ও সনাতন;—কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে স'রে গেছে
যেই স্পষ্ট নিলিপ্তিতে—তাই-ই ঠিক,—ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব।
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়—নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।

পথহাঁটা

কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হ'য়ে চ'লে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে :

সারারাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো ক'রে জ্বলে।
কেউ ভুল করে নাকো—ইট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হ'য়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।

একা একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব;
তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
নির্জর্নে ঘিরেছে এসে, —মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব

আর কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা?
চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধুলো খড়;
চোখ বুজে একপাশে স'রে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণপাতা

উড়ে গেছে; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন : আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

স ং য়ো জ ন

(১৪১৩ নিউ স্ক্রিপ্ট সংস্করণ)

10 20 30 40 50

100 200 300 400 500

1000
2000

হাজার বছর তুমি

আজ বিকেলের ধূসর আলোয়

তোমার সাথে দেখা

এতটা দিন পথ চলেছি—শেবে

কালো মেঘের কেয়াবনের জলহিজলের দেশে

আমি তোমার পাতা শিশির

হাতের তুলির রেখা

বেতের ফলের মতন আমার স্নান

চোখের তুমি হাজার বছর র'য়ে গেছ, আহা

সময় তোমার হাড়ের স্রোতে লেখা

সকল দারা-সুতের শিয়র ছেড়ে আমি একা

আকাশ আলো পাহাড় শিশির

সে কত পৃথিবীর

তোমাকে শেখা যে কত রমণীর

সে কত রজনীর

অঁধার অবচেতন থেকে শেখা।

ভালোবেসেছিলাম

কাউকে ভালোবেসেছিলাম জানি
তবুও ভালোবাসা,
দুপুরবেলার সূর্যে ভোরের
শিশির নেমে আসা,
ভোরের দিকে হৃদয় ফেরাই
যাই চ'লে যাই—
নীল সকালে যাই চ'লে যাই—
একটি নদী একটি অরুণ
শিউলি শিশির পাখি—
'আমরা মায়ার মনের জিনিস
মায়াবিনীর বেলায় শুধু জাগি'
বলছে সে কোন্ ত্রিকোণ থেকে
ছায়ার পরিভাষা।
কাউকে ভালোবেসেছিলাম, জানি,
তবুও ভালোবাসা।
সে কোন্ সুদূর মরুর মনে চ'লে গেছ
হায়, যাযাবর তুমি
সেইখানে কি মিলবে বনহংসী বাঁধা বাসা! .

হায় বলিভুক্, কখন ভেবেছিলে
মাটি ছেড়ে দূর আকাশের নীলে
ধূসর ডানার অগ্নি ছেড়ে দিলে
মিটে যাবে মায়াময়ী মাটির পিপাসা।

হে প্রেম

(তোমার সাথে আমার ভালোবাসা

চলো কেবল সুমুখপানে চলো।

সূর্যডানায়—ঈগল পুরুষ জ্বলো

সময়সাগর শুকিয়ে গেলে, সেই সোনালি বালির

মরুভূমির সঙ্গে কথা বল।)

তোমার সাথে এই তো ভালোবাসা

নরনারীর অঙ্গ প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদলে আমার প্রেম

হে মীনকেতন, তোমার নারী ভালো—ভালো

দিকের থেকে দিগন্তের এই তো আমি-এলাম

হে প্রেম, তুমি গৃহবলিভূকের শান্ত কাতর ডানা ধরে

মহান যাযাবরের নিজের সূর্যে ফিরে আসা

হে মীনকেতন, তোমার নারী অমর জানি (আমি),

অমরতর (তবুও) আরও বলয় আকাশ আরও

আলোর পিপাসা—

তুমি আমি

ভোরের বেলায় তুমি আমি—

নীল আকাশের ভারতপাখির গানে
কবে যে এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে
প্রথম দেখেছিলাম
কেন এসেছিলাম এ সব আলোর অভিযানে
আজকে আবার সকালে এসে সেই কথা কি তুমি
পাখির গানের আলোর সিঁড়ি-সূর্যে উঠে ভাবো
(এই সৃষ্টির) অলঙ্কার থেকে এসেছিলাম
আবার কবে আলোয় মিশে যাব
অন্ধকারের এ ছাড়া কি নেইকো কোনো মানে?
ইতিহাসে ভাইয়ের-বুকে-ভাই
গল্প ছবি প্রেম—কি শুধু জ্বলন্ত মিথ্যাই
সবকিছুই ছাই করে দিয়ে আঁধার সসন্মানে
বসেছে কি তোমার আমার—
ভোরের সাগরকণ্ঠী পাখির গানে?

হয়তো বা ভাই হবে—তবু আজকে আলোয় আমি
এই পৃথিবীর প্রথম ভোরের
সূর্য পাখি নারী
দেখে কি আর আদিম আঁধার ভেবে নিতে পারি
যদিও গহিন থেকে এলাম—গহন আমায় টানে।

আলো নদীর স্মরণে

ধ্বনি পাখির আলো নদীর স্মরণে এসেছি
 ঈবার তুমি আমি
ভেবেছিলাম আমরা দুজন
 মিশরীয় মামি
ঘুমিয়ে আছি সকাল বিকাল
ভোরের হাওয়া সবুজ পাতার নড়া
 আমলকীডাল শাল
 রূপালি বৃষ্টি পড়া
 হয়ে গিয়েছিলাম তুমি আমি।

আমরা কত নগরী হাটে জলে
রক্ত আশুন আবছা অবক্ষয়ে
অসময়ের অন্ধকারে মরেছি বারবার
 তবুও আলো সাহস প্রাণ চেয়েছি হৃদয়ে
 দূর ইতিহাসযানী।

কোথাও নীড় বেঁধেছিলাম
ভেঙে গেলে কেঁদেছিলাম
ফেনার শীর্ষে হেসেছিলাম
জীবন ভালোবেসেছিলাম
 আলো—আরও আলোর প্রায়ণী।

আজকে মানুষ চলে গেলে তবু
 মানব রয়ে যাবে,
পাতা শিশির ইতিহাসের বেলা
 হয়ে যাবে গভীরতরভাবে
 নরনারীর নিজের রাজধানী।

মকরসংক্রান্তি প্রাণে

মকরসংক্রান্তি প্রাণে
তুমি আমার মনে এলে।
বালুঘড়ি বিকল রাতের বেলা।
থেকে-থেকে পড়ছে মনে
সে কোন্ ধূসর বেবিলনে
কবের গ্রীসের অলিভবনে
তোমার সাথে সূর্যতীরে।
হয়েছিল খেলা।

জানি সবই ফুরিয়ে গেল অতল সনাতনে
থেকে-থেকে তাঁবা নদীর জলের উৎসারণে
জলদেবীর মতন জেগে জানিয়ে গেছ তুমি
চন্দ্ৰা কনকবতী এখন সুধার মরুভূমি
মরুভূমি—মরীচিকা—মায়ামৃগের মেলা।

তবুও আবার সূর্য নিয়ে এক রজনী
আমার—তোমার—আধুনিকের
শতদ্বী আঘাত
জননটের মতন নেচে—কবে
কী হারাল সে কার মনে রবে
তোমার—আমার—
সে কার অবহেলা।

অন্ধকারে

অন্ধকারে থেকে-থেকে হাওয়ার আঘাত মাঠের ওপর দিয়ে
স্মরণ করায় আজকে কারা মৃত;
তাদের স্মৃতিবার্ষিকী আজ নদী পাথর ঘাস পৃথিবীর মনে
ধীরে ধীরে হতেছে বিবৃত।
এ সুর ভালো;—পৃথিবীতে তবুও এক প্রেম রয়েছে তার
সুসমাচার ছায়াপথের নক্ষত্রদের মতো,
নারী ও তার পুরুষ নিয়ে,—ইতিহাসের রাত্রি নিভিয়ে,
আকাশ-আশার শীর্ষে ওরা হয় না আহত।

তবু আঁধার চুপে-চুপে সকলই গ্রাস করে ফেলে, নারি,
সে শীত শুধু সেন্টিগ্রেডের নয়;
সে অস্তিত্বতা সে শূন্যতা কে জানে কোন্ অর্থপ্রবীণ সময়প্রকৃতির :
তুমি জান, তোমার মুখে তাকিয়ে মনে হয়।
প্রকৃতি তখন তোমার নাভির ভিতরে আমি লীন
হয়ে আছি দেখে
অস্তবিহীন অন্ধকারের জন্মদান করে
অমৃতযোগ অন্ধকারের থেকে।

সূর্যে অনেক কাজ হয়েছে সারাটা দিন; অনেক প্রেম-জীবনজয় আলোর প্রেরণা
বধ করেছি। সুদীর্ঘকাল জেগে
অনেক শনি শেয়াল শকুন জ্যোতির্ময় ঘোষণা করা গেছে।
আবার সকল মুছে ফেলে বিঘূর্ণনের বেগে
যযাতিকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'য়ে গেছে জীবনরাজ্য থেকে।
অসূয়া অসারতা দ্বিধা ঘুচিয়ে নতুন দিন
জাগাতে চেয়ে নানা স্কুলের গণনাহীন ক্যাম্প খুলেছে যারা—
তাদের হ'য়ে ত্রিশঙ্কুকে বিধিয়েছি বড়কিন্।

দেখে গেছি শতাব্দীময় রক্তনদীরাশির দুরতায়
আত্মপ্রসাদ ভেঙে দিতে প্রাণের নদী এসে
পড়ি-পড়ি করে নিখিল আত্মীয়তায় পড়ল ঝ'রে প্রায়;
দেখে গেছি করুণ ইতিহাসকে ভালোবেসে
আসি-আসি ক'রে প্রাণের সাহস সূর্য সকাল এল প্রায়;
কিছুই তবু এলনাকো;—সময়কে যা দেবার সবই দিয়ে
কোটি আলোকবর্ষ প'রে আকাশ, তোমার মনের কথা আজ
পেয়েছি অনাথ আমার সুদর্শনাকে বুকে নিয়ে।

অমৃতযোগ

জন্মেছিল—চেয়েছিল—ভালোবেসেছিল
কম বেশি প্রাণকল্যাণে
মানুষ এ পৃথিবীর মানুষকে; তবু
মৃত্যুরই পূর্ণতর মানে।

তাহলে সময় আজ তুমি।
সময়সিঙ্কুর মতো রূপে
এখানে শিশির থেমে আছে
ঘাসের বুকোর 'পরে চূপে।

আমিও অনেক শূন্য অনুশীলনের
ধাঁধার ভিতর থেকে উঠে
হংসের ডানার মতো আজ
নীড়ের হংসীর পক্ষপুটে।

এখানে মরণশীল হংস নেই আর;
আর পাখপাখালির নীড় নেই গাছে;
এখানে পৃথিবী নেই, সৃষ্টি নেই, তুমি
আমি আর অনন্ত রাত্রির বৃক্ষ আছে।

হৃদয় তুমি

হৃদয় তুমি সেই নারীকে ভালোবাস তাই
আকাশের ঐ অগ্নিবলয় ভোরের বেলা এসে
প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে অমেয় কাল হৃদয়সূর্য হবে
তোমার চেয়েও বেশি সেই নারীকে ভালোবাসে।
বাসুক— তবু সবের চেয়ে আলোর কথা এই :
আমি তাকে সময়পরিক্রমার পথে আবছায়াতে দেখে
নিজের মূল্যে র'য়ে গেছে বলেই ভালোবাসি।
শরীর ঘেঁষে ভালোবাসে তবু তো অনেকে।

কাজ-অকাজের ঠাসবুনোনির ফাঁকের থেকে আমি
দেখেছি আমায়, দেখেছি যেন বিকেলবেলার জলে
ধমকে ভাসা মেঘের মতো নীলাকাশের পথে
থেমে আছে; অথবা থেমে চলে
জানি না মেঘ; ভালোবাসে অথবা কৌতুহলে
জানি না নারীসূর্য আমায় অলোকিত করে
নিজের অন্তকক্ষে নেমে সূর্যপ্রক্রিয়ায়
চ'লে গেছে ভিতরে।

যে যার নিজের বিহিত কাজে। সকলই ঠিক—এইরকমভাবে
সারাটি দিন আমার হৃদয় ব্যাপ্ত ক'রে রাখে।
স্বতই আমি যে গাল তিল যে হাত ভালোবাসি
রাত্রি হ'লে সে হাত—সেই সুদূর হাত এখনও আমাকে
জানি না বিশ্বশৃঙ্খলাকে আঘাত ক'রে ভালোবাসে কিনা;
সীমা সময় প্রকৃতি তাতে চূর্ণ হ'য়ে যেত;
সকলই তবু স্থির রয়েছে—এই স্থিরতা তবু
তোমার আমার অজাত সব শিশুরও অভিপ্রেত।

নদী নক্ষত্র মানুষ

‘এখানে জলের পাশে বসবে কি? জলঝিরি এ নদীর নাম;
অপরূপ; আমি তবু ঝাউবনী বলি একে—আস্তে বললাম।
নদীর দুপারে ঢের উঁচু উঁচু ঝাউবন, নীড়—
চূপচাপ ঘাসের ওপরে বসে কিছুক্ষণ তারপরে আমরা দুজনে
কোনো কথা খুঁজে তবু পেলাম না আর যেন—
নদী যেন ঢের দূরে—আমাদের মনে
এ মুহূর্ত এ আকাশ নেই আর আজ;
বিষন্নতা : তাও নেই—পাতা ঝরবার
স্বর শুনি, ঢেউ নড়বার শব্দ পাই;
এই পৃথিবীতে যেন কিছু নেই আর।

একদিন—জানি আমি—সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের মনে;
‘নক্ষত্রের নিচে শিশিরের গল্প শোনায়েছি শুনেছি দুজনে
চোখাচোখি বসে থেকে; হাতে হাত নিশ্বাসে নিশ্বাস
না জানতে মিশে গেছে—যেমন মাটির গন্ধ হৃদয়ে ফোটাতে চায় ঘাস,
ধান খই দুর্বাঘাসে যেমন মাটির ইচ্ছা নিজেকে রাখতে চায় ঢেকে
একদিন পৃথিবীর বিলোড়ন রৌদ্র রক্ত আহ্বানের থেকে
দূরে সরে প্রেম আর আকঙ্ক্ষার ঘরে বসে আমাদের ব্যাপ্ত হৃদয়
আকাশ ও এ মাটিকে পেয়েছিল এক তিলে—’ বললাম; আস্তে তখন
সে বললে—’ শেষ সত্য নদী নয়,—মন—’

আমি তাকে : 'হয়তো নতুন কোনো রূপে
আমাদের ভালোবাসা পথ কেটে নেবে এই পৃথিবীতে;—
আমরা দুজনে এই বসে আছি আজ—ইচ্ছাহীন;—
শালিক পায়রা মেঘ পড়ন্তবেলার এই দিন
চারিদিকে;

এখানে গাছের পাতা যেতেছে হলুদ হ'য়ে—নিঃশব্দে উষ্কার মতো ঝ'রে
একদিন তুমি এসে তবু এই হলুদ আঁচল রেখে ঘাসের ভিতরে
শান্তি পাবে; সন্ধ্যার জলের দিকে শূন্য চোখে রবেনাকো তাকিয়ে এমন
অস্পষ্ট সংকটে এসে—মুখে কথা ফুরোবে না—এখন যা গভীর গোপন
প্রাণের চারণা পাবে অন্ধকারে; ব্যাপ্তি পাবে; যেইসব কথা
ভুলে গেছ—যে নিয়ম অনুভূতি কবেকার সহজ স্পষ্টতা
হারিয়েছে—নতুন জীবন পাবে তারা সব—' ব'লে মনে হল কোলাহল
মানুষের শোচনার শব্দ যেন;—নদীদের অন্ধকার জল
জীবনকে স্থিরভাবে ব্যবহার ক'রে নিতে বলে
প্রেমের নিকটে গিয়ে—কিন্তু অপ্রেমের ফলাফলে
নিজের জ্ঞানের গতির প্রবাহ থেকে চ্যুত হ'তে হয় :
যে রকম এই নদী আর এই নারী নিজ বাস্তবতা নিয়ে তন্ময়।

সে

আমাকে সে নিয়েছিল ডেকে :
বলেছিল : 'এ নদীর জল
তোমার চোখের মতো ম্লান বেতফল;
সব ক্রান্তি বিহীনতা থেকে
স্নিগ্ধ রাখছে পটভূমি
এই নদী তুমি।'

'এর নাম ধানসিড়ি বুঝি?'
মাছরাঙাদের বললাম;
গস্তীর মেয়েটি এসে দিয়েছিল নাম।
আজও আমি মেয়েটিকে খুঁজি;
জলের অপার সিঁড়ি বেয়ে
কোথায় যে চ'লে গেছে মেয়ে।

সময়ের অবিরল শাদা আর কালো
বুনোনির ফাঁক থেকে এসে
মাছ আর মন আর মাছরাঙাদের ভালোবেসে
ডের আগে নারী এক—তবু চোখ-ঝলসানো আলো
ভালোবেসে ষোলো-আনা নাগরিক যদি
না হয়ে বরং হ'তো ধানসিড়ি নদী।

তোমাকে

ভেবেছিলাম এ কথা স্থির মেনে নিতে পারি :
নিউট্রন ও ইলেকট্রনের অন্ধ সাগরে
ওদেরই জাদুবলে তুমি হয়েছ আজ নারী;
ওদেরই দয়ার ফলে আমি প্রেমিক তোমার তরে।

তবুও এ ভুল হৃদয়ঙ্গম—মহাসৃষ্টির মানে
হয়তো ঠিক এমনভাবে উৎসারিত নয়।
তা যদি হ'তো তবে যেদিন নিজেরই পরামর্শে সজ্ঞানে
আমাকে তুমি দিয়েছিলে অব্যর্থ হৃদয়
সে স্বাদ হয়ে যেত কি আজ হেমন্তে আবার ক্ষয়।
শীতের পড়ি-পড়ি বেলায় ফসল কেটে নিচ্ছে চাষা ঘরে;
নদী বুকে প্রকৃতি জল রেখেছে, তবু রক্তের উদয়
এসে সবই আচ্ছাদিত করে।

আজ শতকে মানুষ নারী শূন্য হ'তে এসে
চলেছে শূন্যে—আঁধার থেকে অপরিসীম আরও
অন্ধকারের ভেতরে গিয়ে মেশে।
এছাড়া কোনো সত্য নেই—উপায় নেই কারও।

এরই ভেতর অন্য এক গভীরতর নিরুপায়তা আছে;
মানুষ ও তার চিরস্থায়ী মানবছায়া ছাড়া
জানে না কেউ; প্রলম্বিত নীল আকাশের কাছে
কোনোদিনও পৌঁছাবে না সাড়া।

তবু সবই ঠিক হয়েছে; কবের আদি পৃথিবী থেকে তুমি
কত গ্লানি রক্ত আঁধার বিহুলতার থেকে
চলে'ছ আজও তিলধারণের মতন পটভূমি
দান না করে—নিজেরই গালে সে তিলবিন্দু রেখে।

কার্তিকের ভোরে : ১৩৪০

কার্তিকের ভোরবেলা কবে
চোখে মুখে চুলের ওপরে
যে শিশির ঝরল তা
শালিক ঝরাল ব'লে ঝরে

আমলকী গাছ ছুঁয়ে তিনটি শালিক
কার্তিকের রোদে আর জলে
আমারই হৃদয় দিয়ে চেনা তিন নারীর মতন;
সূর্য? না কি সূর্যের চপ্পলে

পা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে
পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়
এ জীবনে ঢের শালিক দেখেছি
তবু সেই তিনজন শালিক কোথায়।

তোমায় আমি দেখেছিলাম

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
শাদা কালো রঙের সাগরের
কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে—দিনের বেলার শেষে।

এখন তোমায় দেখি না তবু আর
সাতটি সাগর তেরো নদীর পার
যেখানে আছে পাঁচটি মরুভূমি
তার ওপারে গেছ কি চ'লে তুমি
ঘাসের শান্তি শিশির ভালোবেসে!

বটের পাতায় কে কার নাম লিখে
(গভীরভাবে) ভালোবেসেছিল সে নামটিকে
হরির নাম নয় সে আমি জানি,
জল ভাসে আর সময় ভাসে—বটের পাতাখানি
আর সে নারী কোথায় গেছে ভেসে।

পরস্পর

নারী : পুরুষকে

এ আলো নিভে যাবে,

এখুনি রোদ মৌমাছি নীল আকাশ ফুরাবে।

মাছরাঙাদের অবাক বিলিমিলি

খুঁজবে কাকে কতক্ষণ আর নদীর জলের মাছে,

মুখের কথা না ফুরতেই মাছরাঙা নেই

সমস্ত দিন শূন্য হয়ে আছে।

পুরুষ : নারীকে

রাতের আলো দিনের আলো—এ আলো ফুরাবে।

ভালো মানুষ খারাপ মানুষ—সকলই মরে যাবে।

সে-ঘুম এলে খারাপ-ভালো কে আর কাকে বাছে।

নারি, তোমার চোখে তো সেই ঘুম জড়িয়ে আছে।

শান্তি ভালো

গুলি খেয়ে শূন্যে মৃত্যু হবার আগে পাখি
যেমন তাহার সুস্থ দেহের পাখিনীকে দেখে
কামের পরিতৃপ্তি খুঁজে আকাশে উড়ে যায়
অন্ধকারে পাখি-শরীর ছেড়ে দিতে শেখে
অবাধগতি ঢিলের মতন ঘাস-পাথরের পানে;
তেনই আলো-অন্ধকারের মরণ-জীবনের
মোহনা থেকে তোমাকে ভালোবেসে
শান্তি ভালো : শান্তি ভালো, উড়েছি আমি ঢের।

অনেক পথ চলা হল—তবুও আমি আজও
পেয়েছি যা, চেয়েছি সেই চক্রবালের রেখা ?
সাত-আট বছর পরে আবার বনচ্ছবির সাথে
শীত সামাজিক রাস্তিরে আজ দেখা।
জীবন আমার সমাহিত অনেক দিনের থেকে;
নদী মাঠে ঘাসে শিশিরবিন্দুতে উৎসুক
হ'য়ে হৃদয় সফলতার দিন বা রাত্রি এলে
বলেছে : এই স্পষ্ট শান্ত প্রবাহ আসুক।

নারীরা আসে হারিয়ে যায়—ধীরে জগতের সাথে
জেগে থেকে পেয়েছি আমি বিষয়স্থিরতা
কিছু ভাষা পৃথিবীকে দেবার—বাকি সবই
নিহিত হ'য়ে বসে থেকে গ্রহণ করার কথা
নদী শিশির সূর্য বৃষ্ণ থেকে,
চারিদিকে আকাশ ভ'রে হয়েছে উদয়
সকল কালের বার্তাবহ নক্ষত্রদের আভা
ব্যর্থ হয়ে তবুও মানব গল্প নিক্ষেপ হয়।

কবি

কবিকে দেখে এলাম,
দেখে এলাম কবিকে
আনন্দের কবিতা একাদিক্রমে লিখে চলেছে
তবুও পয়সা রোজগার করবার দরকার আছে তার
কেউ উইল ক'রে কিছু রেখে যায়নি,
চাকরি নেই
ব্যবসার মারপ্যাচ বোঝে না সে
'শেয়ার মার্কেটে নামলে কেমন হয়', জিঞ্জেরস করলে আমাকে,
হয়, আমাকে!
'লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি নিলে হয় না', শুধায়,
'লটারির টিকিট কিনলে কেমন হয়? ডার্বি নয় আইরিশ সুইপ
নয়—গোয়ার কিংবা বউবাজারের?'—এই ব'লে
শীতের সকালে চামসে চাদরখানা ভালো ক'রে জড়িয়ে নেয় গায়,
ঘড়ি-ঘড়ি মুখে একবার হাত বুলায়
মাজনহীন হলদে দাঁত কেলিয়ে একবার হাসে,
মাইনাস-এইট লেসের ভিতর আধমরা চুনো মাছের মতো দুটো চোখ :
বেঁচে আছে? না ম'রে?
কোনোদিন যৌবনের স্বাদ পেয়েছিল? পায়নি?
মরুশ্বেত দুটো চুনো মাছ চোখের বদলে কাজ করছে যেন,
মরণোন্মুক ট্যাংরা,
পৃথিবীর থেকে আনন্দ সংগ্রহ করছে,
সবাইকে ভরসার কথা শোনাচ্ছে,
ভালোবাসার জয়গান করছে—
হলদে দাঁতের ভিতর থেকে পিণ্ডের দুর্গন্ধ,
বিড়ি হচ্ছে খোরাক,
লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট কিছুতেই সে হ'তে পারবে না

এক-হাজার আরব রজনী ঘুরেও একহাজার টাকার কেস্ সে

দিতে পারবে না ওরিয়েন্টালকে কিংবা হিন্দুস্থানকে
জীবনে এইটুকু চমৎকার টনক রয়েছে তার,
কম নয়।

আনন্দবাজারে একটা কাজ জুটিয়ে দাও তাকে;

কিন্তু তাতেও সুবিধা হবে কি!

তাকে কেউ কিছু উইল করে গেলে পরেও

তা হ'লে

চশমার পাথর মুছে নিয়ে

শীতের প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য চামসে চাদর গায়ে জড়িয়ে

নির্বিবাদে কবিতা লিখে যেতে পারত সে

আনন্দের কবিতা,

হয়তো প্রফিল্যাকটিক টুথব্রাশও একটা কিনতে পারত

আর ফরহান্ টুথপেস্ট—

দাঁত ও মাড়ি সুন্দর, শক্ত হত তার,

হ্যালিটোসিস থাকত না

থাকত না ডিস্‌পেপসিয়া

পেটের গ্যাস

স্টেপটোকোকাস

তেলচিটে ঘেমো ভ্যাপসা চাদরটা প্রাণ পেত

কিন্তু থাক—কবিতার সঙ্গে এ সবে কী সম্পর্ক

বিশেষত আনন্দের কবিতার সঙ্গে—

কবিকে দেখে আমরা কী করব?

পড়ব তার আনন্দের কবিতা—কবিতার বই

আর্ট পেপারে আর্ট প্রেসে ছাপা হয়

অনির্বচনীয় কভার

কখনও বা অন্ধকারিক, নাস্ত্রিক, কখনও বা প্রান্তরের বটের গুঁড়ির ফাঁকে

জ্যোৎস্নার মতো—জ্যোৎস্নার প্রেতান্নার মতো;

ডিমাই সাইজ; একটার পর একটা বেরোয়
ফী পুজোর মরশুমে
কিংবা বড়োদিনের গুলজারের সময়
হাতে করে গভীর সান্ত্বনা পাই—
অবাক হয়ে ভাবি : কবি কিছু পয়সা পেল?
পেল না হয়তো
কিন্তু উপন্যাস লিখে পায়—
যাক, এসো আমরা তার কবিতা পড়ি
অজস্র আশাপ্রদ কবিকা
টইটুম্বুর জীবনের স্লট-মেশিনে তৈরি
এক-একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের মতো।

তোমায় আমি

তোমায় আমি দেখেছিলাম ব'লে
তুমি আমার পদ্মপাতা হ'লে;
শিশিরকণার মতন শূন্যে ঘুরে
শুনেছিলাম পদ্মপত্র আছে অনেক দূরে
খুঁজে-খুঁজে পেলাম তাকে শেষে।

নদী সাগর কোথায় চলে ব'য়ে
পদ্মপাতার জলের বিন্দু হ'য়ে
জানি না কিছু—দেখি না কিছু আর,
এতদিনে মিল হয়েছে তোমার আমার
পদ্মপাতার বুকের ভিতর এসে।

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
শিশির হ'য়ে থাকতে যে ভয় পাই,
তোমার কোলে জলের বিন্দু পেতে
চাই যে তোমার মধ্যে মিশে যেতে
শরীর যেমন মনের সঙ্গে মেশে।

জানি আমি তুমি রবে—আমার হবে ক্ষয়,
পদ্মপাতা একটি শুধু জলের বিন্দু নয়।
এই আছে, নেই—এই আছে, নেই—জীবন চঞ্চল;
না তাকাতেই ফুরিয়ে যায় রে পদ্মপাতার জল
বুঝেছি আমি তোমায় ভালোবেসে।

চিঠি এল

কত বছর পরে তোমার চিঠি পেলাম আবার :
এই সকালবেলার রৌদ্রে
আমার হৃদয়ে
বারুণীর কোটি-কোটি সহচরী
তিমির পিঠ থেকে মকরের পিঠে আছড়ে পড়ে
নটরাজ্ঞীদের মতো
মহান সমুদ্রের জন্ম নিল

আমি মুদ্রিত চোখ নিয়ে
তোমাকে অনুভব করি,
মনে হয়, যেন সূর্যাস্তের জাফরান আলোয়
শাদা গোলাপের বাগান ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল,
একটা সজনে গাছও নেই,
তাই বিরাট আকাশচিল উড়ে এসে
শূন্য বাতাসের ভিতর আঁকাবাঁকা ব্যর্থ জ্যামিতির দাগ রেখে গেল শুধু,
তারপর দূর নীড়ের দিকে উড়ে গেল
হৃদয়ের পানীয়ের দিকে।
এই পৃথিবীর অব্যবহারের দিকে তাকিয়ে
কেমন একটা তুহিন ছিল হৃদয়ে :
তোমাকে দেখে ভেঙে গেল;
সমুদ্র যখন (শীতের শেষে) আকাশকে ভালোবাসে
শত-শত স্ফীত খোঁপার প্রেমিকা নারীর জন্ম দেয় সে তার জলের ভিতরে

তাদের সমস্ত ক্ষুধা জড়ো করে
আকাশের পানে গভীরভাবে নিষ্ক্ষেপ করে সে :
তোমার উদ্ভাল গম্বুজের উদ্দেশ্যে
আমার অনুভূতির আলোড়ন—
সেই সব স্ফীত খোঁপার নারী
তোমার নিস্তব্ধ নীল ভাস্কর্যকে চূর্ণ ক'রে
গুঁড়োয় গুঁড়োয় পৃথিবীর শস্যক্ষেতে ছড়িয়ে দেবে;
হৃদয়ের ভিতর প্রতিভার নব-নব সন্তান কলরব ক'রে উঠবে।

শবের পাশে

(পুরোহিতের প্রার্থনা : অসামাজিক)

মৃত?

তবুও সে মাটি নয়।

মাথার চুল যেন আরও অনেককাল ব্যবহার করবে সে—

তার হাতির দাঁতের মতো ধূসর কপালের উপর

ভোরের অজস্র দাঁড়কাকের মতো চুলের আনন্দ,

চুলের আবেগ : যেন মিশরের মহীয়সী শাল প'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে

লাল নীল কাচের জানালা খুলে দিয়ে

নব-নব ভোরের রৌদ্র ও নীল আকাশকে আত্মদ করবার জন্যে!

কোন-এক অন্ধকার লাইব্রেরির নিস্তরক হলুদ পাণ্ডুলিপির মতো

দেখলাম তাকে :

শ্রাবণের রৌদ্রে রেবা নদীর মতো ছিল যে একদিন;

সে আর ঘুমোবে না কোনোদিন,

স্বপ্ন দেখবে না;

তার মৃত মুখের বিমর্ষ মোমের গন্ধকে ঢেকে ফেলে

শুধু তার ঘন কালো চুল

সেই আবহমান রাত্রি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জেগে রয়েছে

কোনো এক দূর, ভালো দ্বীপের মতো

যেখানে জাগ্রত পাখিদের প্রেম

ধূসর সমুদ্রকে জাগাতে পারে না আর।

যে সমুদ্রের কোনো বেলা নেই,

পাণ্ডুর দেহের নীরবতা নিয়ে তারই ভিতর নামল সে;

জ্যামিতির ভিতর থেকে রূপ তার কুহক হারিয়ে ফেলেছে;

তারপর বিশৃঙ্খল মাংসের দুর্বলতা নিয়ে

পৃথিবীর বড়ো-বড়ো নাবিকের বিবর্ণ ভয় ও বিস্ময়ের জিনিস সে।

এই নারী আজ নিস্তরক:

মনে হয় যেন কোনো সুদূর দ্বীপে ঘুম রয়েছে শুধু;

এর দেহের ভিতর বিবর্ণ দারুচিনি ছালের গন্ধ,

এর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়

কোনো অসীম নির্জনতার ভিতরে উঁচু-উঁচু গাছের ধীর আলোড়ন যেন

(আরও নিস্তরক)

এই মৃত্যুর শরীরে সেই দূর দ্বীপের সবুজ শব্দ—স্বাদ—ছায়া-রৌদ্রের বুনুনি—

আমলকী গাছ কোকিল এই নিষ্পাপ স্রোত অনুভব করেছে,

তাই সে ধূসর সম্রাটের জন্যে সংগীত খুঁজতে চলে গিয়েছে :

মৃত্যুর মহান আত্মীয়তা

পৃথিবীর পাখিদের কাছেও মৈথুনের চেয়ে প্রগাঢ়।

তোমার আমার

তোমার আমার ভালোবাসা এই
পথ ছাড়া পথ নেই
জেনে নদীর জলে চেয়ে দেখি
কালো নদীর রঙ মিশেছে এসে।

এই দু-রঙই ভালো,
শাদা পাখির কালো
কালের পাখি সাথী
উড়ছে দেশে-দেশে।

তোমার আমার ভালোবাসা—তা কি
একটি পাখি—একটি শাদা পাখি!
সময় কি তার পথ দেখিয়ে দিয়ে
সঙ্গে চলে ভেসে।

শাদা পাখিই কালো পাখি কি-না
চিনি না আমি, চিনি না চিনি না;
কালো-শাদার ধাঁধার ব্যথা সব
ফুরিয়ে গেছে তোমায় ভালোবেসে।

জল

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
অন্ধকারে ঘাসের গন্ধ পাই;
কালো বেতের ফলে নিবিড় দিন
কোথার থেকে আবার এল ভেসে।
মনে পড়ে, জলের মতন ঘরে অবিরল
পেয়েছিলাম জামের ছায়ার নিচে তোমার জল,
যেন তোমার আমার হাজার-হাজার বছর মিল,
মনের সঙ্গে শরীর যেমন মেশে;

মৃত্যু এলে, মরে যেতে হবে
ভালোবাসা নদীর জলের মতন হ'য়ে রবে,
জলের থেকে ছিঁড়ে গিয়েও জল
জোড়া লাগে আবার যেমন নিবিড় জলে এসে।

এসো

এসো—(এসো—এসো) আমার কাছে তোমার আসা
না হলে মরে যাবে না ভালোবাসা;
মানুষ শুধু চায়
কখনও নীল আকাশকে কি পায়
কোনো দিনের কোনো পথের শেষে।
পাখির পালক বটের পাতা হতেছে মলিন;
কোথায় তুমি রয়েছ এত দিন?
সময় তোমার আমার হাতে বুঝি
দেবে না আর যতই আমি খুঁজি
জলের মতন জলের খোঁজে ভেসে।

মন তবুও না হার মেনে চলে
নদীর জলে—পদ্মপাতার জলে
নিজেকে ঢেলে সাজিয়ে নিয়ে মন
সাত সাগরে ঘুরছে আজীবন
খুঁজছে আবার পদ্মপাতায় এসে ॥

সুদীর্ঘকাল তারার আলো

সুদীর্ঘকাল তারার আলো মোমের বাতির দিকে
তাকিয়েছিল দুজন ওঁরা : শাস্ত কক্ষে নীল জানালার পাশে
কাছাকাছি দুটো তারা : আলোকবর্ষ অনেক আলোকবর্ষ গেলে পরে
কাছে-কাছে থেকে তারা রবে কি প্রবাসে?
এই তারাটির আলো গিয়ে পড়বে না কি অপর তারার বুক
মনের গভীরতম সুখে—সমস্ত অসুখে?
এ নক্ষত্র ঝরে গেছে হয়তো তখন কালের নিয়মে
ও নক্ষত্রে পৌছাতেছে হয়তো তখন সে অনুপম মৃত তারার আলো
এমনি পটভূমির ভুলে, কি আমাদের সময় ফুরাল?
ফুরিয়ে যাক—ভুল তো নয়, সে ভুল যদি সত্য মনে হয়
জীবিত বা মৃত তারা বিশ্ব-অন্ধকারের আড়াআড়ি
অন্য মৃত বা জীবিত তারার দেখা চেয়ে
সময় কি শেষ করতে পারে? আমরা তো তা পারি।

ঐ তো নারী বসে আছে হয়তো মৃত তারা;
এই তো আমি তাকিয়ে আছি তারার আলোর মতো
আমরা দুজন অতল অমায় হয়তো নিভে গেছি;
পাশাপাশি জ্বলেছিলাম, অনন্তকাল জ্বলছি; প্রেমের অনির্বাণ-স্বভাববশত।

আলোর মতন জ্বলে

একবার (ভালো নীল) ভাঙা ভুল পৃথিবীর হাত থেকে বার হ'য়ে আমি
চলে যাব কোথাও হিরণ মেঘলোকে;
তবুও তোমার দেহে র'য়ে যাব—র'য়ে যাব, নারি,
দেহের ভিতরে প্রাণে—প্রাণের ভিতরে মনোলোকে।
কঠিন আঘাত পেয়ে অন্ধকারে শিখার মতন
ধাতুর ভিতর থেকে জেগে উঠে আমি
সেই কথা আর সেই অন্ধকার পৃথিবীধাতুকে
পরিহার করে দূরে অভিযানকামী
আলোর মতন জ্বলে সূর্যে উড়ে যাব;
মিশে যাব জ্যোতিষ্কের ভিড়ে;
দেহ নেই মন নেই প্রাণ নেই অমেয় আভায়
প্রাণ মন দেহ হ'য়ে যাব আমি তোমার শরীরে।

জুলন্ত তারার মতো

যখন দিনের আলো নিভে আসে আমি ক্লান্ত—তবুও উদয়
জুলন্ত তারার মতো সময়ের অন্ধকার শক্তিনীলিমায়;
আমার উৎসারী স্নেহ আলো মন প্রাণ
এখন ঠেকেছে এসে অকূলের পবিত্র সীমায়।
পৃথিবীর ধুলো নিয়ে মানুষ কী শরীরী হয়েছে?
শরীর কি ভালোবাসে নারী—নারীমন?
রাত্রির জ্যোতির পথে প্রাণ এক পুরুষনক্ষত্র?
কিন্তু কতক্ষণ?

কী সংগীত জানা আছে প্রাণের মনের
কোথায় সে পেয়েছিল অগ্নিউৎস আলোকের জ্ঞান?
ভোরবেলা অস্তসূর্যে রাত্রির নক্ষত্রবেলায়
পুরুষ নারীকে দান করে তবু তার প্রতিদান
পেয়েছে সৃষ্টির সত্ত্ব : অন্ধকার? অমেয় শীতের
শূন্যের সংঘর্ষ থেকে নীল শিখা বুনে
আমাকে জাগাক, নারি, একদিন সৃষ্টি লোপ পেলে,
জেনে আমি গাঢ় স্বর্ণ অনন্তের স্বর্ণকার, তোমার আঁগুনে।

নক্ষত্রমঙ্গল

(১৯৪২-১৯৪৭)

রাতের আঁধার বাড়লে পথে প্রান্তরে কি ঘরে
থামে এসে সারদিনের রীতি।
সার্থবাহ নটীর হিসেব ফুরিয়ে গেলে তবে
হস্তা স্বাতী বিশাখা শতভিষা

যত না প্রিয় বাতির মতন জ্বলে বলে যেন
তাহার চেয়ে অনেক বেশি ধীকলরোল করে :
'সমস্ত দিন মেঘ ভেঙে কি বৃষ্টি হয়েছিল?
কিংবা অটেল রক্ত ঝরেছে

এক পৃথিবীর সন্ততিদের আলোড়নের থেকে?
কালো মেঘের পিছে আকাশ ছিল কি নীল তবু?
'জানি না সে সব। হে গুণ, মনপবনে প্রদীপ তারা,
আমার হৃদয় মৃৎশতাব্দীশীল;

তবু হাতের মুখের রক্ত শিশির ঘাসে মুছে
হৃদয় আমি তারকাদের পানে
মানবসময় সরিয়ে আইনস্টাইনি লোক ভেঙে
ছড়িয়ে দিলে দিতাম অনবতুল অনবতুলে;

কী মানে তবু নক্ষত্রদের—প্রেমের প্রতীক যদি
ক্রেদপৃথিবীর পুরুষনারীর থেকে সরে গিয়ে
নিখিলে রেতঃ হয়ে থাকে? মাটি সহজ হয়
ইতিহাসের ক্ষমতাতীত রক্ত খরচ করে?'

'তবুও অর্থ র'য়ে গেছে—সুপরিসর ঢের;
ম্যামথ বা তার পাঁকের থেকে মানুষ এখন জেগে
স্বাতীতারার শিশির দিয়ে যে অনিমেষ গল্প বানিয়েছে
তাই তো প্রেম : যান নিরূপণ-জ্ঞানের প্রবলতর আবেগে।'

তোমাকে ভালবেসে

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয়
ক'রে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে অনন্ত নিয়ে নয়।

তবুও তোমাকে ভালোবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে
বুঝেছি অকূলে জেগে রয়
ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ হৃদয়।

শিকার (সংলাপ কবিতা)

একজন শিকারি

মিছেমিছি কেন অই শিকারির সাথে

আমরা শিকারে যাই?

আর জন

শিকার জানে না সে কি?

এক জন

ধলা এক ঘোড়া শুধু আছে;

আর জন

দুধের ভিতর থেকে সেই যে মাখন তোলে

গয়লার ধলা মেয়ে ভোরের বেলায়

ফেনার ধোঁয়ায় তার দুই চোখ ঘোলা হ'য়ে আসে;

তাদের সবার কথা মনে হয় যেন

ঘোড়ার পিঠের দিকে চেয়ে,—

আমরা ঘোড়ার মুখ দেখিনাকো!

একজন

কেবল সে চ'লে যেতে আছে;

আর জন

কোথায় সে যায়?

আমরা জানি না কেউ!

তবু তার পিছে যেতে হবে?

স্বপ্নের ভিতরে যেন চলিতেছি!

আমাদের লাল ঘোড়া;

আমাদের ঘোড়া এত লাল,—
তাহাদের লোম যেন কালো হয়ে আসে!

ওদের গায়ের রং আমাদের ক্ষুধার মতন;
পৃথিবীর জল থেকে ফিরে
মিছেমিছি অন্য দিকে যায় এরা;
কোন্ ঘাস কোন্ জল এদের সাত্বনা দেবে?
এরা মরে যাবে,—আমরাও;
আমরা রয়েছে বেঁচে পৃথিবীতে তবু,
সেইখানে আমাদের খুঁজে পাবে—দেখ;
বুড়ো পাখিদের মতো সেইখানে থাকি না আমরা;
হাঁসের ছানার মতো পাখনায় ভিজে
ছোটো এক পুকুরের পাড়ে
আমরা সেখানে থাকি;

তারপর বড় হই;
আমরা হইনা তবু বুড়ো;

হাঁসের মতন ডিম পাড়ে সেইখানে
আমাদের হৃদয়ের আশা!

হাঁসের মতন ডিম,
তবুও সোনার ডিম নয়!
খড়ের কুটার মাঝে অনেক ময়লা ডিমে অন্ধকারে বসে
ভেবেছি অনেকদিন এই কথা;—
এই ডিমে ব্যথা পাই!

এর চেয়ে বেশি ব্যথা আছে,—

জানি আমি;

কোনো দিন কড়ি ফেলে তেল আমি নেই নাই,—

তবু কোনো কোনো ব্যাঙ কানাকড়ি দেবে?

কানাকড়ি ছাড়া তবু তেল পাবে না কি?

তাই আমি হিজলের গাছে

এবার লয়েছি নাও বেঁধে!

দাও ছাড়া কথা নেই;

সাড়ে সাত চোর যদি মরে বেঁচে ওঠে

আমি সেই আধখানা চোর হব!

মেয়েমানুষের ব্যথা,—

আমার মদের মুখ নাই!

মদের পিপার পরে সারারাত একা বসে থেকে

আমি তবু মাংসের—মাংসের কথা ভেবে-ভেবে

মেয়েমানুষের স্বাদ চাই আমি শুধু;

এর চেয়ে কম কিছু নয়!

গাছের খোড়লে থেকে সারা দিন বসে

পেঁচানীর কাছ থেকে পেঁচার মতন

চুমো খেয়ে তোমরা হয়েছ ক্লাস্ত,—জানি—;

কিন্তু আমি কিছু পাই নাই।

আমরা হইনি ক্লাস্ত;

তোমরা অনেক চুমো পেয়েছ তবুও;

পেঁচার মতন তবু,—ঘুঘুর মতন কিছু নয়;

জানি আমি,—চুমা তবু চুমা;
তোমরা পেয়েছ চুমা, আর সব চুমার সস্তান
তোমরা পেয়েছ;
আমি তবু একদিন ঘুম থেকে উঠে
রাতের বিছানা ধরে শুয়ে থাকি;
তবুও দেখিতে হবে চূনের মতন আলো এসে
চূন শাদা করে গেছে জুলপির কাছে;
কাদাখোঁচা জলপিপি আবার এসেছে
চোখের ঘূমের পাতা খুঁড়ে-খুঁড়ে খেতে;
নষ্ট বিড়ালের মতো সারাদিন মন
শুকনো পাতার পিছে ছুটে-ছুটে অবসন্ন হয়!

পৃথিবীতে ক্লাস্ত হয়ে আমরা তো বেঁচে থাকি তবু;

চুমো পেয়ে বেঁচে থাকি;
তবু জানি অন্য দিকে কোনো এক চুমো বেঁচে থাকে
আমাদের সব মেয়েমানুষেরা মরে গেলে!...
রুপার হাঁসের পাখা দেখি নাই,
তবুও রুপার হাঁস আছে
কোনো এক পালকের বিছানার পরে;
সাত দিন সাত রাত শেষ হ'লে বনের ভিতরে
যে মানুষ মরেনাকো তার মেয়েমানুষ সে আছে—।

আমরা কি সেই দিকে চলিতেছি?

ধাল ঘোড়া সেই দিকে যায়;

আমরাও?

পিছে পিছে যাই;

তবুও এদিকে গিয়ে কেউ খুঁসি হয়?

আমি খুসি হবনাকো আর;

কেন তুমি?

আইবুড়ো;

দেশে ফিরে গিয়ে

আমার করিতে হবে বিয়ে

হাঃ! হাঃ! হাঃ!

আমি এসবেরই নই;

আমিও না;

আমাদের হিজল গাছ সেখানেও আছে;

হয়তো;

ওর ঘোড়া চলে যাক ওর চাঁদকপালের দিকে;

যেই দিকে যায় চলে যাক;

(শিকারি দুজন ফিরে চ'লে গেল।)

তুমি

তোমার পিছনে কারা?

আমি

আমার পিছনে আমি এতদিন ঘুমে-জেগে কি কয়েছি কথা

কেউ তুমি শুনেছ কি?

চাঁদের আলোয় এসে যেন কোন্ চিতাবাঘ হ'য়ে

ঘাড় ধ'রে কামড়ায় গিয়েছে আমারে আকাশের চাঁদ যেন!

ব্যথা পেয়ে তবুও দেখেছি

চিতার উজ্জ্বল ছালে রূপ লেগে আছে!

চোখে তার পৃথিবীর কোনো এক মেয়ের মতন
ভালোবাসা আছে!
তাই আমি ক্লান্ত হ'য়ে গেছি।

তুমি

কোথায় যেতেছ তুমি? পৃথিবীর শেষে?
তুমি খুসি হবেনাকি পৃথিবীতে থেকে?
অন্য সকলের মতো ডিমের হলুদ খেয়ে তুমি
স্বাদ তবু পাবেনাকি?
জলের পদ্মের বড় পাতার নিচেতে
ছায়া খুঁজে থাকিবে না মাছের মতন?
—মাছের আঁশটে গায়ে লেগে
কোথাও পুঁটির মুখে রূপ খুঁজে!
তুমি ধান ভানিবার উঠোনের পরে
ইঁদুরের শরীরের ঘ্রাণ নিয়ে এসে
রবেনাকি ছোট এক ইঁদুরের সাথে
সকল ভয়ের থেকে ছুটি নিয়ে—ভালোবেসে—?
কমলালেবুর মতো লাল রোদ গিলে?
—অশথ বটের গাছে পাখিদের মতো
বসে থেকে দুই ঠোঁট বাঁকা হবেনাকি!
বুড়ো পাখিদের মতো হবেনাকি আর
পৃথিবীতে বসে থেকে!

আমি

বেহালার মতো তবু সেই সব পড়ে আছে;
তবুও কোথাও কানে দোষ;
তাই আমি অশথ বটের গাছে বাঁকা ঠোঁট ল'য়ে
পাখিদের মতো বেঁচে বুড়ো হবনাকো!

তবুও শেখাও

গাছের ছালের পরে ঠোট ভেঙে ফেলে

পাখিরা কি মরে যায়?

অনেক দেখেছি মেয়ে পড়শিনীদের;

তাদের বুকের থেকে ক্ষুদের মতন ঘ্রাণ পেয়ে

কেউ যেন একবার গিয়েছিল খেয়ে

মুখের স্বাদের মতো তাহাদের স্বপ্নের হৃদয়

তারে তারা একদিন মশারির জালের ভিতরে

মাথার স্বপ্নের মতো

কাছেপেতে চেয়েছিল!

কিন্তু তবু এক ভোরে পচা এক ডিমের মতন

সেইসব ভেঙে ফেলে চ'লে গেছে তারা;

মাংস আর রক্তের বিছানার পরে—তারপর

সন্তানের জন্ম তারা দিয়েছে সকলে;

...আমি তবু তাহাদের মতো নাই।

স্বপ্ন নয়,—কিন্তু তবু যাদের হৃদয় জ্ঞান আছে

তাহাদের ঠোট বাঁকা!

জানি আমি;

পৃথিবীতে বসে থেকে তাহাদের রোম সব শাদা হ'য়ে গেছে,

তাদের কপালে শিঙ পেঁচার মতন জেগে ওঠে;

অনেক রাতের বেলা জেগে থেকে তাহারা তারার কাছ থেকে

ফিতা আর চাখড়ির শাদা লাঠি ধার ক'রে আনে;

তারপর পৃথিবীর মানুষের হৃদয় মেপে ফেলে।

তাহাদের কথা তবু সকলেই মানে।

—জানি;

স্বপ্ন নয়,—ভাদের হৃদয়ে বোধ আছে!
পাঁকের জলের মতো তারা নয়,—তাহাদের গভীরতা আছে!
তবু তারা ভালোবাসে!
তবুও তারার মতো আমি কোনো সবুজ পাহাড়ে
অন্ধকারে তাহাদের দেখি নাই!
তারা পাহাড়ের নিচে তারার আলোর মতো আছে;
সেইখানে? ঘোড়া আর কুকুরের সাথে?

চাঁদের শিঙের দিকে চেয়ে
পাহাড়ের পাথরের গায় মাথা খুঁড়ে
তাহারা অলস নয়—!
ছোট মেয়েদের মতো হ'য়ে গেছে আমার হৃদয়!
পৃথিবীর অন্ধকারে ভয় পেয়ে তবুও সে পারেনি ঘুমোতে,
লুকাতে চেয়েছে মুখ বিছানার কাপড়ের তলে;
সেইখানে স্বপ্ন খুঁজে ভুলিতে চেয়েছে ব্যথা,
তবু তার বুড়োরা তো ঘুমায়েছে;
তাহারা ঘুমায়।

কোন এক হুঁদুর এসে ঘুম ভেঙে গেছে?
কোন ভয়?

আমি এক বোতলের মতো ক'রে তোমার নিকটে যদি রাখি
আমার এ হৃদয়েরে,—
তুমি তার ছিপি খুলে দেখো;—
কিছু কি দেখিতে পার?
ছিপি তুমি খুলে দাও;
আমি এক কাচের গেলাসে সব হৃদয়েরে ঢেলে
তোমার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরি যদি;

সেই জলে কার যেন মুখ ভেসে ওঠে!

চেয়ে দেখ,—

তবু তারে কোথাও কি দেখা যায়?

...কোথাও সে চ'লে যেতে আছে!

ইঁদুরেরা খুঁজে গেছে সব সব-শেষ শিশু,

ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ছিঁড়ে ইঁদুরেরে খুঁজে গেছে পেঁচা,

তারে তবু দেখে নাই কেউ!

আমার হৃদয়ে তারে তবুও দেখেছ;

সেখানে পেঁচার পাখা রুপার মতন,

তাদের কপাল থেকে দুই শিঙ উঠে

চাঁদের শিঙের সাথে মিশে গেছে যেন?

সেই সরু পোলের উপর ছিয়ে হেঁটে

সেই রূপের মতো কারা সব আসিতেছে যেন!

মুখের রূপ তাই বেড়ে গেল এত!

—তবু তারে পৃথিবীতে চাই আমি!

যারা চায় তাদের বিষণ্ণ হ'তে হয়!

সব বিবাদে স্বাদ জানি;

তবু তারে পাবে না তো;

হৃদয়ে অনেক স্বপ্ন আছে!

পাখার মতন স্বপ্ন তাহার পায়ের চারিপাশে,—

স্বপ্নের ওপর দিয়ে তবুও সে চ'লে যায়!

সেই জলে ছবি খুঁজে-খুঁজে
অবসন্ন হ'য়ে গেছি;

অবসন্ন হ'তে হয়;

চাঁদের আলোয় এক সমুদ্রের নৌকার মতো
আমার হৃদয়;

ভূতের নাওয়ার মতো,—আমি তবু একা তার হালে;
কোনোদিকে কোনোখানে কেউ নাই আর!

সমুদ্রের বড় সেই শাদা পাখি চ'লে গেছে উড়ে
যেইখানে জ্যোৎস্নায় ছাওয়া থাকে হয়তো সে দিকে;
অথবা যে মরে গিয়ে রয়েছে পিছনে;

ময়লা আলোয় তার ডানা যেন দেখিয়াছি আমি
মাঝ-সাগরের ঢেউ ভেঙে-ভেঙে আসিতেছে কাছে;
আমারে সে নিয়ে যাবে;

শান্ত ঘুমুর মতো এক রাতে তবুও হৃদয়
শেষের চাঁদের শীতে বইঠার পরে
একই ঘুমায়ে থাকে;

সেই ঘুম ভেঙে দিয়ে তবু
কোলের ছেলের মতো কেঁদে ওঠে ঢেউ!
মাঝ রাতে মোম জ্বলে কে তুমি এসেছ!

চোখ কচলায়ে উঠে দেখি নাই আর,—
বাতাসে মোমের গন্ধ পড়ে থাকে পিছের সাগরে!...
অস্পষ্ট ভূতের ছাওয়া দেখা যায় ঢের
মাঝসাগরের পথে চাঁদের আলোয়!

—তোমার হৃদয় মরে গেলে তবু এ সব থাকে না।

আমার হৃদয় তবু বেঁচে আছে;
খোলা পাখা তবু তার রয়েছে পিছনে:

কখনো সুমুখে;
কখনো বা ডান ধারে,—কখনো বা বাঁয়ে;
ঢেউ ভেঙে বার-বার সে আমার কাছে এসে পড়ে;
কোথায় সে নিয়ে যাবে?

কোথাও সে নিয়ে যেতে পারে;

তবু তার ঢেউ ভাঙা হয়নাকো শেষ;
একদিন শেষ হবে,—কেউ জানে?
তবু তার পাখা যেন পৃথিবীর মতো নয়;
কাঁচা চোখে উঠে
ময়লা আলোর ঢেউয়ে দূরে
তারে দেখে মাঝসাগরের ঢেউ ভয় পেয়ে ওঠে!
তবু তার মোহ আছে,—
ভয় হয়—আমি তারে একদিন ভালোবাসি যদি!

তারে ভালোবেসে তুমি ঢের দূরে চ'লে যেতে পার,
সেখানেও সুখ আছে;
সেইখানে হৃদয়ের স্বপ্নের শিশুরা সব বড় হ'য়ে বেড়ে গেছে,—
ঢের বড়ো সুন্দরীর মাংসের মতন!
সেইখানে রূপসীর মাংসে শুধু রূপসীর মাংস জন্ম লয়,
তারপর মাংসে পোকা পড়ে যায়!
সবচেয়ে রূপ যারা ভালোবাসে
তাহারা রূপের স্বপ্ন ভালোবাসে সব চেয়ে!
তবুও সেখানে সব স্বপ্ন নষ্ট হয়!

কারা তবু সেইখানে যায় ?

পৃথিবীতে বিবাহের বিছানায় শুয়ে
যাহারা অনেক ক্লান্ত হ'য়ে গেছে।

—তাহাদের ঢের অবসাদ,
তবু তারা আরও ক্লান্তি চায়;
তাহাদের মাংস ছুঁয়ে দেখেছে কি ?

দেখি নাই;

হয়তো দেখিবে তুমি একদিন!
আমি মাঝ-সাগরের চাঁদের আলোয় একা আছি;
কিন্তু চাঁদ হলে পড়ে গেলে
কপাল ঘামায়ে পড়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে,
তখন ব্যথার জন্ম হয়;
পৃথিবীর মানুষেরা সেই ক্ষুধা জানে!
বুড়ো মরা পাখিদের গলার নলির মতো নষ্ট মনে হয়
সকল মাংসের কথা এইখানে!

স্বপ্নের নাড়ির সাথে হৃদয়ের নাভি যারা বাঁধে
তারা কি হয় না নিঃসহায়!
...ভেবে দেখ তবু তুমি।
এখানে হলে বসে
পৃথিবীর মেয়েদের রূপ তবু আমার পড়েছে মনে;
তাদের মাড়িতে আর দাঁত নেই;
তাদের নাকের ডাঁশা ভেঙে পড়ে গেছে;
তাহাদের পেট থেকে অনেক সস্তান
কুমির মতন করে খেয়ে গেছে তাহাদের;

কোনোদিন যারা আর মরেনাকো তাহাদের মনের ভিতর
রূপ হয়ে বেঁচে আছে তারা তবু!

অনেক বয়সের মেয়ে
তোমাদের সব কথা আমিও শুনেছি,
ঘুমাতে-ঘুমাতে তাই জেগে বসে আছি;
হয়তো আমার মুখ ধনেশ পাখির মতো হবে;
তাহার তেলের মতো মন তবু;
আমার হৃদয়ে আছে অসুখের তবুও ওষুধ!

তুমি
কোনো এক মেয়েলোক?

আমি
পৃথিবীর বিছানায় শুয়ে
মানুষের বুক থেকে সেই সব ভালোবাসা ফুরায় না;
ভোরের আলোর মতো আঁশটে জালের থেকে ফেঁসে
তবু আমি চলে গেছি!

অনেক-বয়সের মেয়ে
তবু তুমি রূপ ভালোবাসো!

আমি
মাছের আঁশের মতো তবু তুমি;

অনেক-বয়সের মেয়ে
আমার পেটের থেকে যাহারা হয়েছে?—

আমি

তারাও তোমার মতো হবে;

অনেক-বয়সের মেয়ে

তাদের মতন কেউ সুন্দরী কি আছে?

আমি

মন্ত্রী-কোটালের সাথে তাহাদের বিয়ে হ'য়ে যাবে;

পৃথিবীর মানুষেরা তাহাদের নিয়ে ক্লান্ত হবে,

তাহাদের মতো আমি কেউ নই;

অনেক-বয়সের মেয়ে

রূপ নয়—রূপ নয়—কোনো এক ডাইনী'র হাতে

কাপাশ তুলার মতো হৃদয় তোমার ধরা পড়ে গেছে।

চরকায় সব শেষ সূতা কেটে তোমারে সে ছেড়ে দেবে,—

তারপর হৃদয়ের রবে কিছু?

তুমি

কে জানে হয়তো তারা ঠিক কথা বলে

পৃথিবীর এই সব মেয়েমানুষেরা!

আমি

এরা শুধু পৃথিবীর মানুষেরে দেখেছে যে,

সেখানে হৃদয় তবু অনেক সহজে খুশি হয়!

সবুজ তোতার মতো মটরশুঁটির ক্ষেতে থেকে

দুই ঠোঁট লাল ক'রে তারা আর চায়নাকো কিছু!

কিন্তু আমি পৃথিবীর মটরের ক্ষেতে গেলে মরে যাব,—

দু-ঠোঁট হলুদ হবে,—তারপর শাদা হয়ে যাবে;

বল তুমি, এমন বিষণ্ণ মুখ দেখেছ কি!

আমি তবু পারি না কি খুশি হ'তে
পৃথিবীর পথে গিয়ে?

পৃথিবীতে কে তোমারে দেখেছিল?

হয়তো দেখেছে কেউ,
একজন থাকে, দেখে ফেলে,—

হয়তো সে পৃথিবীর গর্ভের ভিতর আজও এসে জন্মে নাই,
কিংবা তার জরায়ুতে সোনার ডিমের মতো উঠিতেছে ফুলে!...
অথবা,—

মাংস আর রক্তের জীবাণুর ঢেউয়ে
কোথাও অনেক স্বপ্ন বেঁচে থাকে!

(সমুদ্রের ভেতর দামি জাহাজ ডুবে যাচ্ছে।)

তুমি
এখানে কারা?

আমি
কোনো এক রানী হবে,
আর তার মেয়েমানুষেরা;
কোথায় চলেছে তারা?

ওদের জাহাজ অই সমুদ্রের হীরেকষ ফেনার ভিতরে
ডুবে যায়;—চেয়ে দেখ!

তুমি (অবাক হয়ে)

জাহাজের অই সব পুরুষেরা এই-এই মেয়ে নিয়ে ছিল!...

পৃথিবীর শেষ গিয়ে কোথাও তবুও

অই সব মানুষেরা আবার বাঁচিতে পারে।

মরে যায়;—

ওদের মেয়েরা তবু এদের এখন ভালোবাসে?

আমি

মখমল পেটারার থেকে লাল রেশমের রুমালের মতো

এ সব মেয়েরা;

সাগরের সবুজ চোখের রঙে তাহাদের ভয় নেই,

‘এলডোরেডোর’র থেকে সোনা খোঁজে যারা

তাহাদের হৃদয়েরে জুতোর হিলের তলে রেখে

তাদের সোনার থলি এরা ভালোবাসে—

তবুও ডাকাত যদি রাজা হয়?

বেদে আর ডাকাতেরা তবুও অনেকবার রাজা হয়,—

তা না হলে পৃথিবীতে রূপার পেয়ালা সব চুরি যাবে;

পৃথিবীতে রূপ আর রবে না তো কিছু!

দাঁত থেকে এনামেল নষ্ট হ’লে

সেখানে রূপার দাঁতে রূপ তবু থাকে?

রূপা আর রূপ!...

চাঁদ হেলে চ’লে গেলে অন্ধকারে জলের ভিতরে

মুখ তার,

সে কাহার মেয়ে!

যখন সে চ'লে যাবে
এক মুখ বাতাস সে রেখে যাবে
পাখির মুখের মতো মুখ থেকে;
আর কিছু থাকিবে না;
দেখেছি অনেকবার;
তবুও বুঝেছি—আমারে সে ধরা দেবে!

সময়ের শেষে গিয়ে তারে পাওয়া যাবে!

আমার হৃদয়ে তবু সময়ের শেষ আছে;

তবে তুমি বেঁচে থেকে দেখো,—
সব পৌঁচা মরে গেছে জ্যোৎস্নায় হিমশিম হ'য়ে!
ইঁদুরেরা মরে গেছে আগে;
সকল চাঁদের শিঙ খসে গেছে আকাশের থেকে
ভেড়ার শিঙের মতো বুড়ো হ'য়ে;
ফুটোনো জলের থেকে ধোঁয়ার মতন
আমার হৃদয় তবু ভাসিতেছে!

সব ধোঁয়া কোথায় যেতেছে?

জল হয়ে ফিরে আসে সব!

যখন ভেঙেছে সব, হারায়েছে, গেছে সব চুরি
তোমার হৃদয় এক বাসনের মতো তুমি রেখেছ গুছিয়ে;
আমার চোখের জল মাংসের মতো তার!
তাই খেয়ে বেঁচে থাকে!

এ হৃদয় শুধু এক সুর

এ হৃদয় শুধু এক সুর জানে,—সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো শুধু এক গান
জানি আমি,—ভুলিয়া গিয়াছি আমি পৃথিবীর—আকাশের আর সব ভাষা;
চিনেছি তোমারে আমি সকলের মাঝখানে,—জেনেছি তোমার ভালোবাসা!
জীবনের কোলাহলে সবচেয়ে আগে গিয়ে তোমারেই করেছি আহ্বান!
দিন নিভে গেলে পরে রহিয়াছে অন্ধকার আকাশের বুকে যেই স্থান
স্থির নক্ষত্রের তরে,—সিন্ধুর ঢেউয়ের বুকে রয়েছে যে ফেনার পিপাসা,
মানুষের বেদনার গহুরের অন্ধকারে আলোর মতন যেই আশা
জেগে থাকে,—হলুদ পাতার বুক লেগে থাকে সেই মিষ্ট মরণের ঘ্রাণ

কোনো এক শীতরাতে;—আমার হৃদয়ে এসে তুমি জেগে রয়েছ তেমন।
পৃথিবীর শুদ্ধ পুরোহিতদের মতো অই প্রভাতের সমুদ্রের জল
অই দূর আকাশের বুক থেকে মুছে ফেলিতেছে সব আঁধার যেমন
তুমিও ফেলেছ ধুয়ে বুক থেকে সব ব্যথা—সব গ্লানি—কলঙ্ক সকল!
তুমি জেগে আছ বলে আমি এই পৃথিবীতে জাগিবার করি আয়োজন,
যখন ঘুমায়ে যাবে তোমার বুকের পরে মৃত্যু হ'য়ে ঘুমাব কেবল!—

বাহিরের ডাক ছেড়ে

বাহিরের ডাক ছেড়ে একদিন রাত্রির পাখির মতো ঘরের ভিতর
চলে গেছিলাম আমি,—সেইদিন ভালো লেগেছিল শান্তি সান্ত্বনার স্বাদ
তুমি কাছে ছিলে বলে,—তাই মনে হয়েছিল মানুষের হৃদয়ের সাধ
যে ভালোবেসেছে তার ভালোবাসা লয়ে শুধু একখানা ঘর
বাঁধিয়া রাখিতে চায়,—নির্ভর করিতে চায় হৃদয়ের প্রেমের উপর!
কারণ, তারার মতো স্থির প্রেম,—বালির মতন এই পৃথিবীর বাঁধ
খসে পড়ে চারিদিকে; প্রেম যে দিয়েছে তারে মনে-মনে করি আশীর্বাদ
আজও আমি,—ভালোবেসে মনে পড়ে কাটায়েছি রাত আর দিন পরস্পর

আমরা দুজনে;—আজ তুমি চ'লে গেছ—ফলে গেছে যে এক ফসল,—
ঝরে গেছে,—চারিদিকে ধোঁয়াধুলো—পৃথিবীর প্রতিহত মানুষের ভিড়
আমিও এসেছি আজ তাহাদের মাঝখানে—পূর্ণ করে তাহাদের স্থল;
তবুও আমারে যদি ডেকে নাও পথ থেকে আমি প্রিয়া রব কি বধির!
সারারাত কেউ তুলে ক্লাস্ত হয়ে নক্ষত্রের ডাকে ওই সমুদ্রের জল,—
দূর আকাশের 'পর তোমার মতন প্রিয়া তবুও নক্ষত্র থাকে স্থির!

শুধু এক সত্য আছে পৃথিবীতে

শুধু এক সত্য আছে পৃথিবীতে,—এক আলো,—রহিয়াছে সে এক সুন্দর
আকাশে-বাতাসে-জলে-অন্ধকারে আমাদের সব আলোড়ন আয়োজনে
দেখা দেয়;—তাহার ছায়ার মতো আমরা চলিতে চাই তাহার পিছনে!
জল-ধনুকের মতো আকাশের উচ্ছ্বল মেঘ আর বিদ্যুতের 'পর
আমরা দেখেছি তারে,—যখন হতাশা সব আমাদের বুকের ভিতর
পুড়ে গেছে—অপেক্ষায় চোখ মেলে—পলাতক বালকের মতো সন্তর্পণে
আমরা দেখেছি তারে;—অধীর বিষ্ময় এক জাগিয়েছে আমাদের মনে

তারে দেখে;—পশ্চিম মেঘের দিকে ছুটে যায় বিকালের আলোক যেমন
দিন ক্রান্ত হ'য়ে গেলে,—যেমন নক্ষত্র সব খুঁজে লয় আকাশের তল
পৃথিবীতে রাত্রি এলে,—অশান্ত আকাঙ্ক্ষা লয়ে আমরা তেমন
জানি না যৌবন কবে শেষ হয়ে গেছে কোন্ পৃথিবীর ধুলোতে আমার
তবুও আমার প্রাণ তামিলের কিশোরের মতো ঐ কিশোরীর পাশে
আবার নতুন জন্ম পায় আজ : কেউ নাই অন্ধকারে কবেকার ঘাসে
কত যে মউরি খই গেছে চারিদিকে ফুটে সব উঠিছে আবার।

সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো পৃথিবীর

সিন্ধুর ঢেউয়ের মতো পৃথিবীর দিন আর রাত্রি শুধু কোলাহল,
মাঝে-মাঝে শুধু এক অসম্ভব নিঃশব্দতা পৃথিবীর পথে জন্ম লয়।
কান পেতে শুনি যেন সেই কালে জীবনের ক্ষেতে ক্ষেতে যেতেছে সময়
বীজ বুনে,—পৃথিবীর পথে-পথে ব্যস্ত হ'য়ে চলিতেছে তাহার লাঙল!
অনেক নক্ষত্র লয়ে যে সময় ভরপুর হ'য়ে থাকে আকাশের তল,—
মনে হয় কোনোদিকে কোনো ক্ষতি হয়নিকো,—কারু যেন হয় নাই ক্ষয়,—
ছড়িয়ে রয়েছে শুধু চারিদিকে আমাদের জীবনের অনেক বিষয়!
চারিদিকে খুঁজ পাওয়া যায় ঢের আমাদের হৃদয়ের ভরসার স্থল!—

কোনোদিন ঝরে না যা,—স্থির হ'য়ে পরিচ্ছন্ন আকাশের মতো টিকে থাকে,
প্রেম—আসা,—আমাদের তুলে দেই যে সময় একেবারে তাহাদের হাতে;
সময় অধীর হয়ে চ'লে যায়;—জানি,—তবু অন্তরের এই ধীরতাকে
যখন সে শ্রদ্ধা করে কোনো এক শান্ত দিন,—হেমস্তের কোনো এক রাতে;—
তখন যে শ্রদ্ধা করে কোনো এক শান্ত দিন,—হেমস্তের কোনো এক রাতে;—
তখন সে রেখে যায় মুখোমুখি হে জীবন, ওগো প্রেম তোমাকে-আমাকে!
সময় না ফুরাবার আগে আর তোমরা কি আমাদের পারিবে ফুরাতে!

যতদিন আলো আছে

যতদিন আলো আছে আমাদের জাগিবার শেষ অবসর
যতদিন রয়েছে এ পৃথিবীতে,—উচ্ছ্বল সৃজনের পানে
আমরা তাকায়ে রব ততদিন—যদি কোনো শৃঙ্খলার গানে
আকাশ ভরিতে পারি,—শাস্ত ক'রে দিতে পারি পৃথিবীর জ্বর
আমাদের গানে যদি;—হাত ধ'রে আসিয়াছি তাই পরস্পর।
একদিন অন্ধকারে মৃত্যু এসে কথা কবে আমাদের কানে,—
জানি না কি? আজ তবু আসিয়াছি হে জীবন, তোমার আহ্বানে!
ঘুমের সান্ত্বনা ভুলে জেগে আছি বেদনার গহরের পর!

জেগে আছি ধীর চোখে;—তাহাদের স্থির আলো ল'য়ে
আকাশ নক্ষত্র জাগে শৃঙ্খলায় আকাশের নক্ষত্রের সাথে;
তাহাদের ছন্দ এনে সৃজনের অন্ধকারে যদি স্থির হ'য়ে
আমরা জ্বলিতে পারি; যদি পারি নক্ষত্রের মতন জ্বালাতে
পৃথিবীর;—আগুনের অসহিস্রু স্ফুলিঙ্গের মতো আজ দহে
তারার আলোর মতো জুলিয়া উঠিতে পারি যদি কালরাতে।

নক্ষত্র হারায় ফেলে

নক্ষত্র হারায় ফেলে কোনোদিন তার হৃদয়ের জ্যোতি,
সিন্ধুর সুরের ছন্দ অন্ধকারে কোনোদিন যদি স্তব্ধ হয়,
উচ্ছ্বল বিশৃঙ্খলা যদি এই পৃথিবীর বুকে লেগে রয়,
প্রাণের শাসন করে কোনোদিন যদি মৃত্যু—নিরাশা—নিয়তি,
যদি পথ বুজে যায়,—স্তব্ধ হ'য়ে থেমে যায় পৃথিবীর গতি,
ক্লান্ত হয়ে ঘুমাবার অবসর খুঁজে ফেরে যদি এ হৃদয়,—
তা হলে প্রেমেরে সে কি হারিয়েছে?—জীবনের সাথে কথা কয়
যেই প্রেম,—যার দুটি হাত ধরে ভুলে যাই পৃথিবীর ক্ষতি;

কোনো দূর আকাশের নক্ষত্রের বুক থেকে পৃথিবীতে তারে
আমরা ডাকিয়া আনি,—সে আসিবে কবে?—তার অপেক্ষায় থেকে
মানুষ জাগিয়া রয়;—মানুষের মতো আর কে জাগিতে পারে
প্রেমের প্রতীক্ষা করে,—হে প্রেম,—তোমারে ডেকে-ডেকে!
আমাদের সব আলো নিভে যায় আমাদের সব দীপাধারে,—
হৃদয়ের অন্ধকারে তারার মতন আলো ল'য়ে জুলিবে কে!

তুমিও মৃত্যুর মতো

তুমিও মৃত্যুর মতো ওহে সিন্ধু অই দূর উত্তর মেরু,—
জীবনের ঘণ্টা নিয়ে কেউ গিয়ে তোলেনাকো কোনো কোলাহল
তোমার বুকের পরে,—মৃত্যুর চুমোর মতো ঘুমন্ত শীতল
তোমার হৃদয় এই;—আকাঙ্ক্ষা নাইকো তার,—কোনো এক দূর
অধীর করে না তারে;—আমাদের অন্তরের অসহিষ্ণু সুর
শোনে না সে,—খোঁজে না সে অবসাদে অন্য-এক আকাশের তল!
তারার আলোর নিচে পড়ে আছে শান্ত হিম সমুদ্র ধবল!
জীবনের সব শ্রান্তি শেষ হ'লে মরণের মতন মধুর

যেই অবসর আসে তারার আলোর তলে আমাদের তরে
কোনো এক শীতরাতে পৃথিবীর অন্ধকার ঘুমের জগতে,—
তখন তোমার মতো হে সমুদ্র, আমরা ঘুমাই পরস্পরে!
তখন জানি না আর,—জানিতে চাই না আর পৃথিবীর পথে
কারা সব জেগে আছে!—জানিতে চাই না কারা কোলাহল করে।
অথবা ঘুমায় কারা ক্লাস্ত হ'য়ে তুষারের সমুদ্রে-পর্বতে!—

আকাশের বুক থেকে নক্ষত্রেরে

আকাশের বুক থেকে নক্ষত্রেরে মুছে ফেলে তুমি যাও চ'লে
হে সময়,—সিন্ধুরেও তুমি এসে একদিন স্তব্ধ ক'রে যাও;
ডুবায় নিভায়ে যাও সবই তুমি,—তুমি এসে সকল ফুরাও;
তুমি একা জেগে থাক হে সময়, সকলের জাগা শেষ হ'লে!
পথে-পথে প'ড়ে যায় পথিকেরা,—তবু তুমি পড়নাকো স্থলে!
সবারে ভুলায় মৃত্যু;—হে সময়, তবু তুমি নিজে মৃত্যুরে ভুলাও!
হে পথিক, মৃত্যুর সাত্বনা ভুলে আর কোন্ শাস্তি তুমি চাও?
কোন্ স্বস্তি জেগে থেকে? বলো তুমি কোন্ স্বাদ একা জ্বলে-জ্বলে!

আমরা জেনেছি ক্লাস্তি,—তাই ভালোবাসিয়াছি ঘুমের সময়,
আলো আর অন্ধকারে অসংযত সমুদ্রের মতো চেউ তুলে
অনেক আকাশ খুঁজে ছুটে-ছুটে তারপর দুই চোখ অবসন্ন হয়!
নক্ষত্র—পৃথিবী—সিন্ধু—ঘুমে তাস একে-একে পড়িতেছে ঢুলে,
তোমার পায়ের পথ প্রতীক্ষায় প্রেমিকের মতো জেগে রয়!
তোমার মতন সে-ও ভুলে গেছে ঘুম, গেছে মরণেরে ভুলে!—

দূর পথে জন্ম নিয়ে

দূর পথে জন্ম নিয়ে রহিতাম যদি আমি—কাফিরের ছেলে।
সবুজ শাখার মত সেইখানে মানুষের হৃদয় স্বচ্ছল,
অস্তরের অবসরে শান্ত হ'য়ে আছে সেই আকাশের তল,—
বুক থেকে আমাদের আজিকার পৃথিবীর ফাঁস খুলে ফেলে
সেইখানে বসে যদি রহিতাম বালকের মতো অবহেলে!
সেইখানে কোনোদিন এই চূর্ণ পৃথিবীর কোনো কোলাহল
কেউ গিয়ে শোনেনাকো;—শুদ্ধ হ'য়ে ধরণীর সমুদ্রের জল
যেই সাধ পূর্ণ করে অন্ধকার আকাশের নক্ষত্রের পেলে

আমিও তেমন ক'রে অসহিষ্ণু হৃদয়ের অন্বেষণ ভুলে,
সেই দূর আকাশের আলো আর আঁধারের সাথে এক হ'য়ে
রহিতাম সেইখানে জীবনের শিশুর মতন বুকে তুলে!
কাফির ছেলের মতো রহিতাম সে অনেক অবসর ল'য়ে;
জন্মাতাম যদি আমি দূর পথে সকল শৃঙ্খল খুলে-খুলে,—
প্রভাতের সমুদ্রের শাদা ফেনা—স্বচ্ছল জলের মতো ব'য়ে!

আবার দেখেছি স্বপ্ন কাল রাতে

আবার দেখেছি স্বপ্ন কাল রাতে,—নক্ষত্রের আলোয় শীতল
আকাশ ছড়িয়ে ছিল শান্ত হ'য়ে,—মৃত্যুর মতন স্তব্ধ হ'য়ে;
পৃথিবীর বুক থেকে কে আমারে নক্ষত্রের কাছে ডেকে ল'য়ে
চ'লে গেল;—সেখানে আকাশে আর ছিলনাকো কোনো কোলাহল!

তারে আমি বলিলাম, 'আমিও তো খুঁজেছি এ আকাশের তল,—
সহিষ্ণু নদীর মতো ঘুম ভুলে সবচেয়ে ক্লান্ত পথ ব'য়ে,
পৃথিবীর অন্ধকার পথে ঘুরে মানুষের মতো ব্যথা স'য়ে
খুঁজেছি তো';—চেয়ে আমি দেখিলাম চোখে তার ভ'রে আছে জল!

চোখ বুজে আমার এ করতল সে কেবল টেনে নিল বৃকে,
আর কিছু বলিল না;—বলিবার কি যে ছিল গেলাম তা ভুলে;
নক্ষত্রের কোলে থেকে পৃথিবীর মানুষের মতন অসুখে
বুক তার ভ'রে আছে! পৃথিবীর পার থেকে নিল তাই তুলে
সে আমারে;—যেই বিরহের ব্যথা জেনেছি লাগিয়া আছে মুখে,—
তারই বোধ অনুভূতি জেগে আছে তার চোখে নক্ষত্রের কূলে—!

অনেক অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছ

অনেক অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছ তুমি এই পৃথিবীর পারে,
নক্ষত্রের কাল গুনে এক হ'য়ে আকাশের নক্ষত্রে সাথে
জেগে আছ হে মানুষ,—তুমি এই পৃথিবীর অন্ধকার রাতে;
কাহার পায়ের শব্দ শুনেছ কোথায় তুমি! কবে তুমি কারে
দেখেছ তোমার মতো বসে আছে! —দেখিয়াছ কোন দেবতারে
যন্ত্রণার ক্রুশ ল'য়ে স্তব্ধ হ'য়ে চোখ বুজে একাকী—দাঁড়াতে
তোমার মতন এসে!—দেখেছ কি পরম্পরে হাত ধ'রে হাতে
বতদিন জেগে আজ পৃথিবীর নদী আর পর্বতের ধারে।

আকাশ হতেছে ক্লান্ত,—আকাশের সব তারা অবসন্ন হয়;
আকাশের বুক থেকে পুরাতন দেবতারা পড়িতেছে খসে;
মৃত্যু শুধু জেগে আছে,—মৃত্যুর মতন জেগে রয়েছে সময়;
তাহাদের সাথে তুমি সহিষ্ণু মানুষ হ'য়ে রহিয়াছ ব'সে,—
বেদনার পরে শান্তি—হতাশার শেষে এক আশা জেগে রয়
যখন নিয়তি নিজে একদিন মরে যায় নক্ষত্রের দোষে—

ଆଲୋଚନା ଆବେଦନା କ'ଣ ହେଉଛି ?

ଆଲୋଚନା ଆବେଦନା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଲିଖିତ ପତ୍ର ଯାହା
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ - କୃତ୍ରିମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର
ଆବେଦନା ଆବେଦନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଆଲୋଚନା ଆବେଦନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ

ଆଲୋଚନା ଆବେଦନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ
ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ପର୍କ



“... সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী — ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।”

“... যে রূপসীদের আমি আশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায়
দীর্ঘ বর্ষা হাতে ধরে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন —”

“... হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে। ...”

“... আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় — বেদনায় — আক্রোশে ভরে গিয়েছে ;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূর্যের
আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে। ...”